ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 September, 2019 ■ আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৮ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার গৃহবধূ, মূল অভিযুক্ত অটো চালক, গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বর্বরতম ঘটনার সাক্ষী হল রাজধানী আগরতলা। অটো রিকশায় বাড়ি ফেরার পথে ১০ জনের লালসার শিকার হলেন এক মহিলা। দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় আগরতলায় তিন থানার বিরুদ্ধে মামলা না নেওয়া এবং অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিতা মহিলা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। বর্বরোচিত দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় কলঙ্কিত হয়েছে রাজ্য। এদিকে, চাপে পরে অবশেষে মামলা নিয়েছে পুলিশ। পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অটো চালক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নির্যাতিতা মহিলা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে জিবি হাসপাতাল থেকে বটতলা যাওয়ার জন্য অটো রিকশায় উঠেছিলেন তিনি। ওই অটো চালক তার পূর্ব পরিচিত। কিন্তু, আরেকটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে আরও আটজন মিলে ধর্ষণ করেছে। পাশবিক অত্যাচারে তিনি

ধর্ষণের মামলার বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে পুলিশের এডিজি'র সাথে সাক্ষাৎ করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত (বাঁয়ে), টিএমসিতে চিকিৎসাধীন ধর্ষিতা গৃহবধূ ও তাঁর স্বামীর সাথে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা (ডানে)। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

অটো চালক তাঁকে ভুল পথে নিয়ে যায় এবং দফায় দফায় তিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তিনি জানান, প্রথমে অটো চালক তাঁকে ঊষাবাজার নিয়ে যায় এবং সেখানে দুজন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে। এর পর সেখান থেকে তাঁকে অন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এর পর তিনি নিজেকে সার্কিট হাউস এলাকার একটি নির্জন স্থানে পান। সেখানেই ধর্ষকরা তাঁকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, ধর্ষকরা নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করার সময় কয়েকজনের নাম শুনতে পেয়েছি। তারা হল অটো চালক প্রদীপ, বিশাল, আকাশ, বাসু এবং সান্তু। নির্যাতিতা মহিলা এদিন অভিযোগ করেন, ধর্ষণের মামলা নিতে পুলিশ অস্বীকার করেছে। বরং দুর্ব্যবহার করে তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে তাড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। তিনি বলেন, সংজ্ঞা ফিরে আসার পর স্বামী ও আত্মীয়দের ফোন করি। তখন তারা এসে আমাকে উদ্ধার করে এবং আমরা প্রথমে এডিনগর থানায় যাই। কিন্তু, সেখানে তাদের অভিযোগ নেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, গতকাল রাতে এডিনগর থানা, এনসিসি থানা, পশ্চিম আগরতলা থানা এবং পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানা তাদের মামলা নেয়নি। বরং তাদের সাথে ওই থানার পুলিশ আধিকারিকরা দুর্ব্যবহার করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এদিকে মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়া শুরু হলে তাঁকে হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করেন তাঁর স্বামী। ওই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশের ভূমিকায় সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। ফলে চাপের মুখে পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় ধর্ষণের একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্যাতিতা মহিলার মেডিক্যাল করেছে পুলিশ। পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাতের শহর আগরতলা মোটেও নিরাপদ নয় বলে ইতিমধ্যে সমালোচকরা মাঠে নেমে পড়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বিট পুলিশের ভূমিকা নিয়েও নিন্দার ঝড় বইছে। কারণ, সারা আগরতলায় টহলদারির জন্য কয়েকশো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ছড়ার জলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ছড়ার জলে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গত সোমবার থেকে ওই যুবক নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গণ্ডাছড়া মহকুমায়।

বুধবার সকালে ধলাই জেলার গণ্ডাছড়ার ছড়া থেকে নিখোঁজ এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর নাম চন্দ্রশেখর ত্রিপুরা (৩০)। তাঁর বাড়ি গণ্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর এডিসি ভিলেজের চৌকিদার পাড়ায়। তাঁর পরিবারের লোকজনেরা জানিয়েছেন, সোমবার বিকেলে শামুক বিক্রি করতে তিনি গণ্ডাছড়া বাজারে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ শামুক বিক্রি করে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। তাদের ধারণা, ওই সময় নদী পার করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে যায়। নদীর জলের স্রোতে হয়তো-বা তিনি ভেসে যান। ওই দিন অনেক রাত হলেও তিনি বাজার থেকে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজনরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু তার কোনও হাদিশ না পেয়ে গণ্ডাছড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করেন তার পরিবারের সদস্যরা।

বুধবার সকাল দশটা নাগাদ গণ্ডাছড়া সেতু সংলগ্ন গণ্ডাছড়া ছড়ায় তার মৃতদেহ জলে ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় গণ্ডাছড়া থানায়। খবর পেয়ে গণ্ডাছড়া থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এদিন মৃতদেহ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে। মর্মান্তিক এ-ঘটনায় এলাকা জোরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তিন দাগি চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর।। তিন দাগি চোর পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দা শাখা ও ত্রিপুরা পুলিশের বিশেষ দল মঙ্গলবার গভীর রাতে ত্রিপুরা-অসম সীমান্তের ঝেরঝেরি নাকা পয়েন্ট গেইট এলাকায় সংঘটিত চুরি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত হোসেন আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে।ধৃতের জবানবন্দির ভিত্তিতে আব্দুল করিম ও ঝন্টু পাল নামে অপর দুই দাগি চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হন গোয়েন্দা শাখা ও চোরাইবাড়ি থানার পুলিশ।তাদের আটক করার পাশাপাশি একটি গাড়ি উদ্ধার করেছে। ধৃত তিনজনকে আদালত ৪ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি এলাকায় ঐতিহ্যবাহী মাতা বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রমে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল।তাছাড়াও বেশ কিছু দিন ধরে উত্তর জেলায় বিভিন্ন মন্দির, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থের ঘরে চুরি কাণ্ডে জনমনে তীব্র উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল।প্রায় দেড় মাস ধরে উদ্বেগজনকভাবে পরপর এই চুরি কাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহাকুমা জুড়ে।পুলিশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে চুরি কান্ড সংঘটিত করেছিল চোরের দল। অথচ, পুলিশ চুরি বন্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাত থেকে শুরু হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মজুরির দাবীতে সচিবকে তালাবন্দী করে পথ অবরোধ রেগা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। মজুরির দাবীতে পঞ্চায়েত সচিব পঞ্চায়েতে তালাবন্ধী রেখে পথ অবরোধে বসলো রেগা শ্রমিকরা। ঘটনা, বুধবার আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে উদয়পুর বেলতলী বাজারে। ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। রাস্তার দু ধারে দেখা দেয় বিশাল যানজট।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা পথ অবরোধ চলার পর অবশেষে মাতাবাড়ি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌছলে পথ অবরোধ উঠে।উদয়পুর মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন রেগা শ্রমিকরা রেগার কাজ করতে গেলে প্রথমে পঞ্চায়েত সচিব বলেছিলেন চুক্তির মাধ্যমে কাজ করতে হবে।কিন্তু রেগা শ্রমিকরা তা নস্যাত করে দিলে পরে মজুরির মাধ্যমে কাজ করেন।কিন্তু এখন মজুরি প্রদান করলে দেখা দেয় সমস্যা।

দেখা যায় একই জায়গায় একই কাজ করে কোনও শ্রমিক মজুরি পেয়েছে একশো আশি টাকা , আবার কেউ পেয়েছে একশো চল্লিশ টাকা ,কেউবা পেয়েছে একশো একত্রিশ টাকা। আর এতেই দেখা দেয় বিপত্তি। এরই প্রতিবাদে মহিলা পুরুষ রেগা শ্রমিকরা বুধবার পঞ্চায়েত সচিব ভবানী সরকারকে তালাবন্ধী করে রেখে জাতীয় সড়কে পথ অবরোধে বসেন। অবশেষে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে র‍্যালী সভা এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের কলেজটিলার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষনার দাবিতে সোচ্চার হলো ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজধানী আগরতলা শহরে র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। র‍্যালিতে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব মোর্চার সমাবেশ আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর যুব মোর্চার যুবমোর্চার এক র‍্যালি রাজধানী আগরতলা শহরে সংগঠিত হবে। র‍্যালিটি রবীন্দ্রভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলের পূর্ত দপ্তরের কেলেঙ্কারীর সুষ্ঠু তদন্তক্রমে সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা, রোজভ্যালী কাণ্ডে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গৃহশিক্ষককে পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। তেলিয়ামুড়ার শান্তিনগরে এক গৃহশিককে ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর দায়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী। অভিযুক্ত গৃহশিক্ষকের নাম বিনয় সিংহ রায়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। জানা যায়, ষষ্টশ্রেণির এক ছাত্রী গৃহশিক্ষকের বাড়িতে পড়তে গেলে গৃহ শিক্ষক বিনয় সিংহ রায় তার শ্লীলতাহানী করে। নাবালিকা ছাত্রীটি বাড়িতে এসে বিষয়টি মা বাবাকে জানায়। পরিবারের তরফে বিষয়টি এলাকাবাসীকে জানানো হয়। এলাকাবাসী অভিযুক্ত গৃহ শিক্ষককে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

প্রসঙ্গত, একাংশ শিক্ষকের এহেন কুকীর্তির দরুন গোটা শিক্ষক সমাজকে কলঙ্কিত হতে হচ্ছে।

মিছিলে বাধা পুলিশের, রাজ্যে গণতন্ত্র হরণের অভিযোগ তফশিলি সমন্বয় সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যপালকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য মিছিলের অনুমতি দেয়নি ত্রিপুরা পুলিশ, এই অভিযোগ তুলেছে তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি। পুলিশের এই ভূমিকায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন সংগঠনের সভাপতি বিধায়ক রতন ভৌমিক এবং সম্পাদক বিধায়ক সুধন দাস। তাঁরা বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে সুধন দাস বলেন, দলিত শোষণ মুক্তি মোর্চার সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি এই অংশের জনগণের জরুরি দাবিগুলোর ভিত্তিতে রাজ্যপালের কাছে গণডেপুটেশন দিতে অনেক আগেই পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়েছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে কয়েক দফায় আলোচনার পর পুলিশের প্রস্তাবে সংগঠনের নেতৃত্ব জমায়েতের স্থানও পরিবর্তন করেছিলেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ গত রাতে পরিবর্তিত স্থান থেকে মিছিলের অনুমতি দেয়। তাই, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে অনেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গভীর সংকটে কংগ্রেস, গণহারে ইস্তফা বিদ্রোহীদের, জন্ম নিচ্ছে নয়া দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। গভীর সংকট দেখা দিয়েছে ত্রিপুরা কংগ্রেসে। পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোরের ইস্তফা দেওয়ার সাথে সাথেই কংগ্রেসের উপজাতি শাখার শীর্ষ নেতৃত্বরাও পদত্যাগ করতে শুরু করেছেন। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেসের এসটি শাখার নয়জন কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এসটি শাখার চেয়ারম্যান শচীন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে নয়জন পদাধিকারী দলের কাছে পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা তুলে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

এ-বিষয়ে শচীন্দ্রবাবু বলেন, কংগ্রেস হাইকমান্ড ত্রিপুরার সমস্যা নিয়ে কখনও মনোযোগ দেননি। বিধানসভা নির্বাচনের পর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য শুধুমাত্র প্রদ্যুৎ কিশোরের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। তবুও এনআরসি ইস্যুতে প্রদ্যুৎ কিশোরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। তিনি সরাসরি এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা লুইজিনহো ফেলেরিওকে নিশানা করে বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোরের পিসিসি সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিতে তিনি চাপ দিয়েছেন।

এদিন তিনি জানান, সারা ত্রিপুরায় কংগ্রেসের শাখা সংগঠনগুলির কর্মকর্তারাও ইস্তফা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। দ্বৈত মানসিকতার রাজনীতি সম্ভব নয়, তাই কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়ায় উচিত বলে মনে করছি আমরা, ক্ষোভের সুরে বলেন শচীন্দ্র দেববর্মা।

প্রদেশ কংগ্রেসের উপজাতি শাখার সাধারণ সম্পাদক দীনেশ দেববর্মা বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। তাই এর প্রতিবাদে গণ-ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় কংগ্রেসে কোনও একতা নেই। দলের প্রবীণ নেতারা বরাবরই নগ্ন দলবাজি এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে থাকেন। এই পরিস্থিতি প্রদ্যুৎ কিশোর মেনে নিতে পারছিলেন না। তাছাড়া কংগ্রেস হাইকমান্ডও প্রদ্যুৎ কিশোরকে সহযোগিতা করছিলেন না। তাই তাঁর ইস্তফার সাথেই আমরাও দল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিকিট বিক্রি শুরু, এয়ার এশিয়ার বিমান পরিষেবার সূচনা হচ্ছে ২০ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে এয়ার এশিয়ার বিমান পরিষেবা আগামী ২০ অক্টোবর থেকে চালু হচ্ছে। আগরতলা-কলকাতা রুটে ওই বিমান প্রতিদিন যাতায়াত করবে। একই সাথে আগরতলা থেকে গুয়াহাটি এবং ইমফলও এয়ার এশিয়ার বিমান পরিষেবা শুরু হচ্ছে। সংস্থা টিকিটের বাণিজ্যিক বিক্রিও শুরু করে দিয়েছে।

সংস্থার জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগরতলা-কলকাতা রুটে প্রতিদিন একটি বিমান চালাবে এয়ার এশিয়া। এয়ারবাস ৩২০ মডেলের বিমান আগরতলা-কলকাতা রুটে যাত্রী পরিবহণ করবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, আই-৫ ৫৮০ বিমানটি প্রতিদিন কলকাতা-আগরতলা এবং আই-৫ ৫৮১ বিমানটি আগরতলা-কলকাতা যাতায়াত করবে। তাঁর কথায়, ওই বিমান কলকাতা থেকে ১২টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে এবং আগরতলায় ১-টা ৫০ মিনিটে পৌঁছাবে। তেমনি, আগরতলা থেকে ৪-টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে এবং ৬-টা ১০ মিনিটে কলকাতায় পৌঁছবে।

এদিকে, আগরতলা-কলকাতা রুটে টিকিটের বাণিজ্যিক বিক্রি শুরু হয়ে গেলেও গুয়াহাটি রুটে ফেব্রুয়ারি থেকে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। বাণিজ্যিক বিক্রি শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জানুয়ারি পর্যন্ত তারা পরিষেবা শুরু করছে। ওই আধিকারিকের কথায়, সপ্তাহে চারদিন আগরতলা-গুয়াহাটি বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার সূচি হলেও, এখনও সঠিকভাবে ওই রুট পরিষেবা শুরু করছে না এয়ার এশিয়া।

অন্যদিকে, আগরতলা-ইমফল রুটে সপ্তাহে ৩-দিন বিমান চালানোর সূচি নির্ধারিত করেছে এয়ার এশিয়া। কিন্তু, অক্টোবর মাসে সপ্তাহে একদিন করে বিমান চলবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পণ্ডিত দীনদয়াল ছিলেন একজন রাষ্ট্রপুরুষ জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একজন রাষ্ট্রপুরুষ। জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে বুধবার দুপুরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নম্বর হল-এ আয়োজিত হয় রাজ্য পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একজন রাষ্ট্রপুরুষ। তিনি প্রখর শিক্ষাবিদ এবং রাষ্ট্রবাদী ব্যক্তি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সমাজের শেষ প্রান্তে অবস্থানকারী অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে সমাজের সুফল যাতে পৌঁছায় সে কাজ করেছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। অসময়ে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর জীবনের সময়কালে সমগ্র বিশ্বের সামনে তিনি এক নতুন মতবাদ রেখে যান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ থেকে মানুষ যখন ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিল তখনই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতবাসীকে এক নতুন পথ দেখান, সেটা হচ্ছে একাত্ম মানবতাবাদ।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তিনি গর্ববোধ করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস এই সব স্লোগানগুলি একাত্ম মানবতাবাদকে আদর্শ করে তৈরি করা হয়েছে। একাত্ম মানবতাবাদ থেকেই অন্ত্যোদয় শব্দটি এসেছে যার অর্থ হচ্ছে দেশের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। তাঁর দাবি, একাত্ম মানবতাবাদের মূল তত্ব হচ্ছে নিজে শোষিত না হওয়া, অন্যকে শোষণ না করা এবং সরকারি সকল সুবিধা সমাজের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে আগেও অনেক প্রধানমন্ত্রী গ্রাম, গরিব, কৃষকের জন্য সুব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে গ্রাম গরিব ও কৃষকমুখি ব্যবস্থা রূপায়ণ করেছেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি দেশের কৃষকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার মাধ্যমে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি তিন কিস্তিতে ৬ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পে ত্রিপুরার ২ লক্ষ ১৫ হাজার কৃষকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গেছে। সাথে যোগ করেন, গ্রামের উন্নয়নে পঞ্চায়েতে ৮০ লক্ষ টাকা সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদের দিশারী দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতবাদের দর্শনকে আদর্শ করে সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর কাজ করেছেন। গরিবদের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট চালু করে দিয়েছেন। যার মধ্যে দিয়ে গরিবদের কাছে সরাসরি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। তিনি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ এবং ৩৫ (এ) ধারা বিলোপ করার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, যা ৭০ বছরের মধ্যে হয়নি বর্তমানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তা বিলোপ করে এক অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠন করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩৪২ ◻২৬ সেপ্টেম্বর
২০১৯ইং ◻ ৮ আশ্বিন ◻ বৃহস্পিতবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সংবাদ মাধ্যম ও ত্রিপুরা

রাজ্যের উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্য অতিথিশালায় সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক ও বিশিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে সৌজন্যমূলক মত বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সরকারের নিবিড় সম্পর্ক রাজ্যের প্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় উদ্যোগ সন্দেহ নাই। সম্পাদকদের সঙ্গে এই মত বিনিময় হইতেই সরকারের গৃহীত কর্মসূচী রূপরেখা ইত্যাদি বিষয়ে আরও ব্যপ্তি লাভের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে সংবাদ মাধ্যমের মূল লক্ষ্য হইতেছে রাজ্যের স্বার্থ ও জন কল্যাণ। ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য। এখানে সংবাদ মাধ্যম প্রতিনিয়ত গভীর সংকটের মধ্য দিয়াই চলিতেছে। রাজ্যে বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম ও মুদ্রণ প্রচার মাধ্যম কার্য্যত প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে লড়াই চালাইতেছে। সরকারের গৃহীত কর্মসূচী সাধারণের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব প্রচার মাধ্যমের। কিন্তু, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতায় রাজ্যের প্রচার মাধ্যমকে কাজ করিতে হইতেছে। অতীতেও, বাম আমলে এরাজ্যের বেশীরভাগ প্রচার মাধ্যম নিদারুন সংকটের মধ্যেই কাটাইয়াছে। তবু, এরাজ্যের কল্যাণে প্রচার মাধ্যম দায়িত্বপালন পিছাইয়া আছে এমন বলিবার সুযোগ নাই।

সংবাদ মাধ্যমের উপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের গুরুত্ব আরোপের ঘটনা নিঃসন্দেহে অর্থবহ। অর্থবহ এই কারণে যে, অতীতে বাম আমলে কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই ভাবে সরাসরি সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতা চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বরং লক্ষ্য করা গিয়াছে বাম আমলে অনেক সময় ক্ষমতাসীনদের অনেকেই প্রচার মাধ্যমকে রাজনীতিগত ভাবে বিভক্ত করিয়া রাখা রাখিতেন। সংবাদ মাধ্যমের কোনও কোনও মহল বামপন্থী হিসাবেই পরিচিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হাতাইয়া নিয়াছেন। সংবাদ মাধ্যমের এইসব সুবিধাভোগীরা যুগে যুগেই দীপ্যমান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাফল্যের চাবিকাঠি এইখানেই যে, প্রচার মাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের তিনি সরকারী কর্মসূচী রূপায়ণে সক্রিয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন সোশ্যাল মিডিয়ার বাড় বাড়ন্তের যুগেও বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমের বিকল্প নাই।

গণতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমের বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে। কিন্তু, প্রচার মাধ্যম কতখানি স্বচ্ছ ভূমিকা পালন করিতে পারিতেছে? প্রতিনিয়ত সীমাবদ্ধ পরিস্থিতি। এই অবস্থায় আজ প্রচার মাধ্যমের ভূমিকাই গুরুতর প্রশ্নের মুখে। সাহসী সাংবাদিকতার কয়টি নজীর আছে? তদন্তমূলক সংবাদ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যম কতখানি ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম? ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হইলেও এরাজ্যের সংবাদপত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের সংবাদপত্রের চাইতে অনেক বেশী দৃষ্টিনন্দন। রাজ্যের সামগ্রিক ক্ষেত্রে এই রাজ্যের প্রচার মাধ্যমের সদা সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহা অস্বীকারের সুযোগ নাই।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রচার মাধ্যমের প্রতি রাজ্যের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে সরকারের কর্মসূচী সাধারণের কাছে পৌঁছানোর যে আহ্বান রাখিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই অনেক বেশী গুরুত্বের। রাজ্যের কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীর প্রচারে সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব বাড়িয়া গেল। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে নিশ্চয়ই প্রচার মাধ্যম গুরুত্ব দিয়াই দেখিবে। রাজ্যের প্রগতির স্বার্থে ত্রিপুরার সংবাদ মাধ্যম অতীতেও সক্রিয় ছিল আগামীদিনে আরও বেশী সচেতনভাবে অনন্য ভূমিকা পালন করিবে।

রাজণ্য শাসিত ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির পর ১৯৫২ সালে ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র জাগরণ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬০ সালে কেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরায় প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৯৫২ সালের দোসরা অক্টোর প্রথম দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ হইয়াছিল এমন সময় যখন ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা এরাজ্যে আশ্রয় নিয়াছিল। উদ্বাস্তুদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কাহিনি জাগরণ পত্রিকায় যথেষ্ট গুরুত্ব পাইত। ১৯৬৭ সাল হইতেই এরাজ্যে একের পর এক দৈনিক সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটিতে থাকে। সেই সময় হইতেই এরাজ্যের সংবাদপত্রের প্রতিনিয়ত লড়াই করিয়া চলিতে হইতেছে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। সেই স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হইতে ত্রিপুরার উন্নয়নের বিষয়ে, মানুষ সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ এইসব সংবাদপত্র তুলিয়া ধরিত। এরাজ্যে গণআন্দোলনেও সংবাদপত্রের বলিষ্ট ভূমিকা ছিল। ত্রিপুরার ইতিহাস জুড়িয়া মুদ্রণ মাধ্যমের পদচারণা নিঃসন্দেহে গুরুত্বের। আজও সেই গুরু দায়িত্ব প্রচার মাধ্যম পালন করিতেছে। রাজনৈতিক উত্থান পতন যাই হউক সংবাদ মাধ্যমের মানুষের পক্ষে কথা বলাই শ্রেয়। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

আল-কায়দাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে পাকিস্তান সেনা, চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি ইমরানের

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আল-কায়দা সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে আফগানিস্তানে লড়াই করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছে পাকিস্তান এবং আইসিস। সোমবার খাস আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। যদিও আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র মদতে পাকিস্তান যে মুজাহিদিনের মত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, তা সবার জানা। এবার আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে তা নিজের মুখে মেনে নিলেন ইমরান খান। কয়েক মাস আগেই ইমরান খান বলেছিলেন ওসামা বিন লাদেন যে লুকিয়ে ছিল, সেকথা পাকিস্তান জানত।

'হাউডি মোদী' শো-তে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও উল্লেখ করেন যে, ৯/১১-র ষড়যন্ত্রকারীকে পাকিস্তানেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার সেই জঙ্গি যোগের কথা খোদ ইমরানের মুখে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর দেশে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় বিমান হামলার আগে আল কায়েদা জঙ্গিদের পাকিস্তানি আইসিস ও সেদেশের সেনা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। আমেরিকার 'কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস'-এর একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে ইমরান বলেন, আল কায়েদা জঙ্গিদের পাকিস্তানি সেনা ও আইসিস হামলার আগে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তাঁর কথায়, এখন সরকার নীতি বদলে ফেলেছে।

এইমস থেকে ছাড়া পেলেন উন্নাও নির্যাতিতা, আপাতত পরিবারের সঙ্গে দিল্লিতেই থাকবেন

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দিল্লির এইমস হাসপাতাল থেকে বুধবার ছাড়া পেলেন উন্নাও নির্যাতিতা। ২৮ জুলাই রায়বরেলি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে উন্নাওয়ের নিগৃহীতার গাড়ি। সেখানে চিকিতসা চলার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁকে লখনউ থেকে দিল্লির এইমসে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই এতদিন চিকিতসারত ছিলেন নিগৃহীতা। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী নির্যাতিতার পরিবার সিআরপিএফ সুরক্ষার অধীনে রয়েছে।

আপাতত পরিবারের সঙ্গে জাতীয় রাজধানীতেই থাকবেন উন্নাও ধর্ষণ কাণ্ডের নির্যাতিতা। উত্তর প্রদেশে নিজের এলাকায় হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে দিল্লিতে থাকার অনুমতি চেয়েছিল পরিবার। উত্তর প্রদেশ সরকারের নির্দেশেই আপাতত দিল্লিতে থাকতে পারবেন তাঁরা। ২০১৭ সালে উন্নাওতে এই তরুণীকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের বিরুদ্ধে। এই মামলায় মূল অভিযুক্ত সেঙ্গার ও সহ-অভিযুক্ত শশী সিংয়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে।

দেশ জুড়ে মন্দায় কঠিন পরীক্ষায় মোদি

অপূর্ব দাস

দ্বিতীয় দফায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লোকসভা ভোটে জয় হাসিলের লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদি ঘুঁটি সাজিয়ে ছিলেন অনেক আগে থেকেই। তিনি যেন জানতেন এনডিএ ফের ক্ষমতায় আসছে। সেই মতো তাঁর সরকারের ভাবী পরিকল্পনার আলপনা এঁকে দেন জনগণের মনের আঙিনায়। এই কাজে তিনি যে দন সেটা বিরোধীরাও জানে। তাই তাঁকে স্বাপ্নের ফেরিওয়ালী বলে, কেউ বলেমানুষকে বোকা বানাতে ওস্তাদ, কেউ আবার ঈর্ষান্বিত হয়ে মোদির তুখোড় মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির প্রশংসা করে। তবে এটা ঠিকই তিন দ্বিতীয়বার আসার জন্য জনগণের মন জয়র লক্ষ্যে কোনও ফাঁকফোকর রাখেননি। দলের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে কর্মসূচি ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেন নির্বাচনী ইস্তাহারে। ফলশ্রুতিতে বিজেপি একাই ৩০৩। মুঠিভরা ফসল। অগাধ ক্ষমতা। দায়িত্ব বিপুল। মোদি জানেন, ১৩০ কোটি মানুষ তাঁর হাতেই তাদের ভালোমন্দ যাবতীয় সঁপে দিয়েছে অগাধ বিশ্বাসে। মোদি স্লোগান দিয়েছেন, 'সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ১০০দিনে মোদি সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসলে একনজের ধরা পড়বে সাফল্যই বেশি। সফলতার এক বালতি দুধে এক ফোঁটা গোচনা পড়ার মতো উজ্জ্বল ক্যানভাসে একটাই কালো গাদ, ঘাড় ঝুঁকে পড়া অর্থনীতি। যার সঙ্গে জড়িয়ে কর্মহীন মানুষ ও দারিদ্র্য। মোদির সামনে চ্যালেঞ্জ কাজ দেওয়া ও গরিবি হঠানো। মোদির দ্বিতীয় দফায় ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে গত ৬ সেপ্টেম্বর। হরিয়ানার রোহতকে বিজয় সংকল্প সমাবেশে তাঁর সরকারের সাফল্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে তিনটি শব্দবন্ধ উচ্চারণ করেছেন, উন্নয়ন বিকাশ ও পরিবর্তন। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি এগোচ্ছেন। মোদির প্রধান প্রতি পক্ষ কংগ্রেস ওয়াকওভারদিতে রাজি নয়। তারাও পাল্টা খোঁচা দেয় তিনটি শব্দে, এই ১০০ দিন হল অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা'র নমুনা। এর পর দু'পক্ষই নেমে পড়ে বাগযুদ্ধে। মোদি দাবি করেন, এবার সংসদের অধিবেশনে ৩০টা বিল পাশ হয়েছে, যা গত ৬০ বছরের রেকর্ড। সরকার কৃষি ও নিরাপত্তার দিকটিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কংগ্রেস পাল্টা ছুড়েছে একাধিক বাক্যবাণ। ময়দানে সদ্য রাজ্যসভায় নির্বাচিত প্রক্তন প্রধানমন্ত্রী নামিয়ে দেয়। অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং ঠেস দিয়ে বলেছেন, অর্থনীতি ক্ষেত্র সামাল দিতে ল্যাজেগোবরে অবস্থায় সরকার। টুইট করাও রাহুল গান্ধীর বেশি পছন্দের । তিনি বলেছেন, বিকাশের বারোটা বেজে গেছে। অর্থনীতি খোঁড়াচ্ছে। মন্দার মেঘ ঘনাচ্ছে। সরকার গণতন্ত্রে সত্যনাশ করে ছাড়ছে। বিজেপি নেতৃত্ব দিশেহারা।

চাপানউতোর ছেড়ে এবার দেখা যাক গত ১০০ দিনে মোদির সাফল্য ও অসাফল্যের দিক। মোদির সাফল্য ও অসাফল্যের দিক। মোদির রাজনৈতিক শক্তি এবার উল্লেখযোগ্য বেড়েছে। বিপুল জনপ্রিয়তায় তাঁর ধারেকাছে কেউ নেই। দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা মাথায় রেখে লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই বিরোধী সিবির ছত্রখান করে বিজেপি লক্ষ্যপূরণের এগিয়েছে। এমনকী রাজ্যসভায় গরিষ্ঠতা না থাকলেও সভায়। সরকারের মনোভাবের সমালোচনা হলেও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে বিরোধী কণ্ঠস্বর। মোদির টিম পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। তবে জম্মু-কাশ্মীর জট করে খুলবে, কীভাবে খুলবে, কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, নেতাদেরকবে ছাড়া হবে—এ সব প্রশ্নের জবাব কারোর জানা নেই। তবে দেশের বৃহত্তম অংশ মোদির এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেয শ্রম সংস্কার, শিশু যৌন নিগ্রহে প্রাণদণ্ড, পথ নিরাপত্তা বাড়তে কঠোর ট্রাফিক আইন, মেডিক্যাল কাউন্সিল বিলগুলি এনে বিরোধী শিবিরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে বিজেপি। বিদেশনীতিতে অসামান্য হয়েছে আরও একটি দিকে। পাকিস্তানের ওপর চাপ ফেলে মিথ্যা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত প্রাক্তন ভারতীয় নৌ অফিসার কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাস কর্তাকে একান্তে দেখা করার অনুমতি দিতে বাধ্য করেছে। ইসরোর চন্দ্রযান-২ অভিযান প্রায় সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছনোর কৃতিত্বও এই সময়ে। অসমে এনআরসি বিতর্কে অবশ্য একটা ঝটকা লেগেছে দলে। বিজেপির অন্যতম ঘোষিত কর্মসূচি ছিল ১৯৮৫-র অসম চুক্তি মেনে এনআরসি প্রকাশ। কাজটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হলেও ১৯ লক্ষ বাদ পড়া নামের মধ্যে প্রচুর হিন্দু থাকায় অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে দলকে। সবচেয়ে বেকায়দায় ফেলেছে দেশের অর্থনীতি। প্রথম পর্ভ থেকেই কর্মসংস্থান নিয়ে সমস্যার মেঘ ঘনায়। তবু সরকার বার বার দাবি করে আমেরিকা ও চিনের থেকে ভারতের অর্থনীতি বেশি গতিশীল। শেষ ত্রৈমাসিক ফলাফলে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। যা কিনা এক সময়ে কংগ্রেসে আমালে ছিল কিছু সময়ে। আর্থিক মন্দার প্রভাব পড়েছে শিল্পক্ষেত্রে। আর্থিক বৃদ্ধির হার প্রধানত উৎপাদনশীলতার ওপর নির্ভর করে। যেমন গাড়ি শিল্প ধুঁকছে। উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবাসন শিল্পও তথৈবচ। গাড়ি বাড়ির চাহিদা তলানিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। পরিস্থিতি এমন কেন হল তা নিয়ে ধন্দে পড়েছেন খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। আর্থিক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সরকার কোমর বেঁধে নেমেছে। নানা দাওয়াই ধাপে ধাপে প্রয়োগ হচ্ছে কিনতু বাজার তেজি হচ্ছে কই? নোটবন্দির জের, জিএসটির থাবায় অর্থনীতি চাকচিক্য হারিয়েছে। জিএসটি চাপানোর মতো দেশের পরিস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি বলবৎ করে মোদি বোধহয় এখন টের পাচ্ছেন হাড়ে হাড়ে। ওঁর মধ্যে হার না মানা জেদ আছে তাই মানবেন না কিন্তু ফল ভুগছে সাধারণ মানুষ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাই পীরক্ষামূলকভাবে জিএসটি বাড়ানো কমানো চলছে। সরকারও হাসির খোরাক হচ্ছে। এই যেমন তেঁতুলকে জিএসটির বন্ধন থেকে মুক্ত করা হয়েছে। গাড়ি শিল্প নিয়ে হিরে বা হোটেলের ক্ষেত্রে জিএসটি ব্রাস নিয়েও মোদিকে কথার হল হজম করতে হচ্ছে। কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস ধনীর দিকেই চোখ সরকারের,গরিব, কৃষক, সাধারণ মানুষর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে অন্ধ। তবে আশাহত হওয়ার মতো অবস্থা এখনও হয়নি। পুজোর সময় বাজার তেজি হয়ে ওঠে। কথায় আছে, সবুরে মেওয়া ফলে। 'আচ্ছে দিনে'র আশায় রয়েছে সরকারও জনগণওয যে কোনও দেশেই অর্থনীতিতে কালো টাকার একটা ভূমিকা থাকে। হিসাববহির্ভূত আয় অকারণ খরচে প্রয়োচনা দেয়। সেটা আবার অর্থনীতির চাকায় তেলের কাজ করে। আবার বেশি কালো টাকা অর্থনীতির সর্বনাশ করে দেয়। অর্থশাস্ত্রে গোড়ার কথা, ব্ল্যাক মানি ড্রাইভস অ্যাওয়ে গুড মানি। কোনও কিছুরই বেশি ভালো হয় না। মোজি যে কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিয়ান চালাচ্ছেন তা কিছুটা সফল হলেও দেশ থেকে কালা ধন হটানো শিবেরও অসাধ্য। সব দেশেই কালো টাকার খেলা চলে।

তবে এটা স্বাকীর করতেই হবে, এই মুহূর্তে মোদির বিকল্প কেউ নেই। তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছোড়ার মতা সর্বভারতীয় নেতা এই মুহূর্তে নেই। গোড়াতেই বলেছি, মানুষ তাঁকে দেখে ভোট দিয়েছেন। তাঁরা অপেক্ষা করছেন, মোদির হাতযশ দেখার। আজমনতার আশা যে মোদি গুজরাতকে মডেল রাজ্য করেছেন, দেশের মানুষকে নিরাপত্তা দিয়ে বিকাশের দিকে নিয়ে যেতে পারেন একমাত্র তিনিই ১০০ দিনের কর্মকাণ্ড দেখে একটা সরকারের, দ্বিতীয় দফায় হলেও মানদণ্ডে ফেলে যাচাই করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। তবুও যদি এই সময় ধরে কাজের খতিয়ান কষা হয় তাহলে সাফল্যের পাল্লাই ভারী হবে অবধারিত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাঙালীর আলোক বর্তিকা বিদ্যাসাগর

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

আমার মতো যাদের 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা, সেই সুদূর অতীতের শৈশবে শুরু হয়েছে, তাদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি পরিচিত নান। 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ' পুস্তকটি খুলে দেখি অতি পরিচিত বিষয়। পুস্তকটির প্রথম পাঠের আরম্ভ নিম্নরূপ-

১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না। ভাষা শিক্ষার শুরু হতে হতেই ঈশ্বরচন্দ্র তারসঙ্গ জুড়ে দিয়েছেন নীতি শিক্ষাকে। ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে একেবারেই নির্ভর নীতিশিক্ষা শিক্ষার্থীর অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন বিদ্যাসাগর। আধুনিক শিক্ষায় দেখা হয় যাতে বিষয়বস্তু ভারী না হয়। শিক্ষার্থীরা চাপে ন্যুব্জ হয়ে না পড়ে। বিনা চাপে শিশুশিক্ষার সূচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। প্রথম পাঠের দ্বিতীয় স্তবক নিম্নরূপ—

২। 'সদ্য সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা হয় সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভালবাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুনি কখনও মিথ্যা কথা কবিও না।'—এইভাবে মনুষত্ব অর্জনের বীজ ঈশ্বরচন্দ্র বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে শিশুমনে রোপন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। বেদান্ত বিরোধী ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তের অন্যতম মূল কথা 'ঋতম বদ'কে সত্য কথা বলার দায়বদ্ধতাকে প্রথম সুযোগেই শিশুমনে সঞ্চালিত করার ব্যবস্থা করেছেন। এই পাট দিতে গিয়ে শিক্ষকও দায়বদ্ধ হবেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশও নির্মল হবে। এই নির্মল ভাবনা শিশুর পিতা-মাতার মধ্যেও সঞ্চারিত হবার সুযোগ পাবে। এই ভাবে শিশুর ভাষাশিক্ষার জন্য পুস্তক রচনা করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সমাজ শিক্ষক হয়ে যান। এই জন্য আন্দোলিত সমাজ অকপটে উচ্চারণ করেছিলেন—'থাক, বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে। বঙ্গীয় সচেতন মানুষ বিদ্যাসাগরের জন্মের দুইশত বছর পরেও তাঁর অমরতার বার্তা বহন করে যাচ্ছে।

স্বনামধন্য পাঁচালীকার দাশু রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে একটি ভারি চমৎকার পাঁচালী লিখেছেন। পাঁচালিটি নিম্নরূপ-

'তোমরা ঈশ্বর দোষ ঘটাবে কিরূপে!

রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইযে ঈশ্বর-দূত, এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।।'

এই পাঁচালিটি রচিত হয়েছিল এমন সময়, যখন ঈশ্বরচন্দ্র নারীশিক্ষার প্রসারে নেমে পড়েছেন, নেমে পড়েছেন বিধবাবিবাহ সচল করতে নেমে পড়েছেন পুরুষদের বহুবিবাহ এবং কূলীন প্রথা বন্ধ করতে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকতা আনতে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, বেদান্ত পড়তে হবে না, পড়তে হবে না সংখ্যা। তার বদলে ছাত্রদের পড়াতে হবে পাশ্চাত্য দর্শন। বিদ্যাসাগরের এইসব সংস্কার প্রচেষ্টায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতনপন্থীরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কম হয়নি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে প্রচার, কম হয়নি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে টলানো যায়নি। বিদ্যাসাগরকে তাঁর পথকে ভ্রষ্ট করা যায়নি। পাঁচালীকার দাশু রায় তার পাঁচালীতে সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। পাঁচালীকার দাশু রায় বলেছেন, যে যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরোধিতায় নেমেছে, তারা অবশ্যই পরাস্ত হবে। কারণ দাশু রায় মনে করেন, যে স্বয়ং ঈশ্বরই সমাজ সংস্কারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এই বঙ্গে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্রের বিরোধিতা কমেনি, চলছে দীর্ঘদিন। বিদ্যাসাগরও তার সংগ্রাম—সমাজ সংস্কারের সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। দেশছাড়া হয়ে কর্মাটরবাসী হয়েছেন, কিন্তু মানুষের জন্য তাঁর লড়াই থামেনি। বিধবা বিবাহ নিয়ে তা সমাজে, গ্রামে শহরে সংঘাত দীর্ঘদিন লেগেই ছিল। সেই সময়ে বিখ্যাত কবি ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাবরে কবিতা লেখেন—

'সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে। সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।

বিধবা বিবাহের বিরোধীতায় ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং স্বার্থন্বেষী মানুষ নানাভাবে হিমালয়প্রমাণ বাধা তৈরি করে। কিন্তু মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু শাস্ত্র ঘেঁটে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে ছেড়েছেন। অধ্যাপক বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, তাঁর পাণ্ডিত্য। বিদ্যাসাগর একতা বঝেছিলেন যে, কেবল যুক্তি দিয়ে বা আইনি পথে এই বঙ্গে হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ চালু করা সম্ভব হবে না। তাই ধর্মে বিশ্বাসী না হয়েও, কৌশলগত কারণে, ধর্মকে অবলম্বন করে এগোলেন। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিজেই বলছেন, যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্থব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতেদ্দেশীয় লোকে কখনওই ইহা কর্তব্য-কর্ম বলিয় স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশের শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধে কর্ম, ইহাই মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। এই জন্যই শাস্ত্র দিয়েই মানুষের মন জয় করে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করতে বিদ্যাসাগর ন্যায্য পদক্ষেপই নিয়েছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছিলেন পরাশর সংহিতা। সকলকে দেখালেন পরাশর সংহিতাতেই বিধবাবিবাহের পক্ষে বিধান দেওয়া আছে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে পণ্ডিতদের সভায় বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতা দেখিয়ে বললেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। পণ্ডিতরা তর্কে পরাজিত হয়ে বললেন, বিধবাবিবাহ লোকাচার সম্মত নয়। বিদ্যাসাগর লোকাচারের বিরুদ্ধে পণ্ডিতদের যুক্তি বিদ্ধ করে বলেছিলেন--- 'দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যাভিচার দোষেরও ভ্রূণহত্যার স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা বোধ কবি, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। বিদ্যাসাগরের এই বাস্তব এবং মর্মবিদারী নিষ্ঠুর সত্য উদঘাটনে পণ্ডিতরা কোণঠাসা হয়েছিলেন। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর বিজয় নিকেতন এভাবেই একের পর এক উড়িয়ে গেছেন বিদ্যাসাগর। ক্রমশ

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

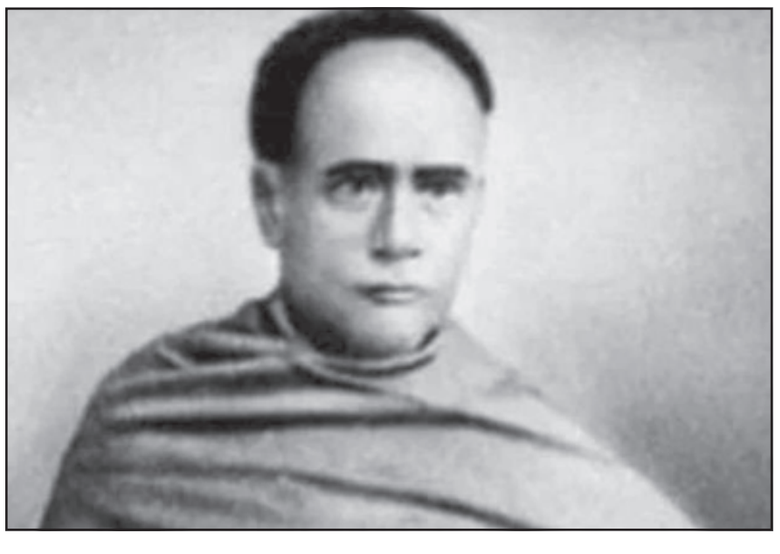

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘে চারদফা প্রস্তাব করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৫।। প্রলম্বিত রোহিঙ্গা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি এই বিষয়ে চলমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) অধিবেশনে চারদফা প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে প্রস্তাবগুলো আমি জাতিসংঘের চলতি ৭৪ তম অধিবেশনে উত্থাপন করবো সেগুলো হচ্ছে রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবর্তন বিষয়ে মিয়ানমারকে অবশ্যই তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছে সুস্পষ্ট করতে হবে। এজন্য রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কী করছে সেটাও সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে,বৈষম্যমূলক আইন ও চর্চা পরিত্যাগ করতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের উত্তর রাখাইন রাজ্যে ‘যাও এবং দেখ’ এই নীতিতে পরিদর্শনের অনুমতি দিয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে হবে, রাখাইন রাজ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেসামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েন করে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই রোহিঙ্গাসহ সবার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে,আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্য নিশ্চিত করতে হবে যে, রোহিঙ্গা সংকটের মূল কারণ এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতা দূর করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংখ্যালঘু পরিস্থিতি নিয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের একটি অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা প্রদান করেন।জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং ওআইসি সেক্রেটারিয়েট যৌথভাবে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।অতীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনেও তিনি রোহিঙ্গা সংকট নিরসরনে পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, সেই প্রস্তাবে কফি আনান কমিশনের সুপারিশ সমূহের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সহ রাখাইন রাজ্যে একটি বেসামরিক নিরাপদ পর্যবেক্ষন এলাকা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও ছিল।প্রধানমন্ত্রী পুনর্বক্ত করেন, রোহিঙ্গা সংকট একটি রাজনৈতিক সমস্যা।এর মূল মিয়ানমারে গভীর প্রথিত।সুতরাং এ সংকটের সমাধান মিয়ানমারের ভেতরেই খুঁজে পেতে হবে।মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড়মাহাথির মোহাম্মদ,ওআইসি মহাসচিব ড় ইউসেফ বিন আহমেদ আল-ওথাইমেন এবং সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড়ইব্রাহিম বিন আব্দুলআজিজ আল-আসাফ ও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী এবং প্রতিনিধিরা যোগদান করেন।যারমধ্য রয়েছে- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,কানাডা, জার্মানী,বেলজিয়াম,ইউরোপীয় ইউনিয়ন,সুইডেন, নেদারল্যান্ড, তুরস্ক,সিঙ্গাপুর,কুয়েত,সার্বিয়া, ফিলিপাইন এবং গাম্বিয়া থেকে আগত অতিথিবৃন্দ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানবিক সহায়তা এবং অন্যান্য সহযোগিতা রোহিঙ্গাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলো সমাধান করে। তবে, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে এর স্থায়ী সমাধান বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।রোহিঙ্গাদের অবশ্যই তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠাতে হবে, যেখানে তারা শতাব্দির পর শতাব্দি বসবাস করেছিল,বলেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি অত্যন্ত দু:খজনক যে, রোহিঙ্গা সমস্যার কোনরকম সমাধান ছাড়াই আমরা আরো একটি বছর পার করে দিয়েছি। মিয়ানমারের উত্তর রাখাইন রাজ্যে নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের দুর্দশা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী রোহিঙ্গারা নৃশংস অপরাধের শিকার হচ্ছে।তিনি বলেন, টেকসই, নিরাপদ এবং স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জবাবদিহিতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের চলমান কার্যক্রম অনুসরণ করছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, ওআইসি তাঁর জবাবদিহিতা সম্পর্কিত অ্যাড-হক মন্ত্রিপরিষদ কমিটির মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা পূরণেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ এ বছরের ৩১ মে মক্কা আল মুকাররমায় অনুষ্ঠিত ১৪ তম ওআইসি সম্মেলনের যৌথ ঘোষণা’র প্রশংসা করে।এতে বলা হয় গাম্বিয়ার নেতৃত্বাধীন অ্যাডহক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ওআইসি’র পক্ষে মামলা করার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেবে। আমরা বিশ্বাস করি ওআইসি’র যৌথ ঘোষণা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের এটাই সময়,বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, জোরপূর্বক নির্বাসিত ১১ লাখ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিককে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। মানবিক দিক বিবেচনা করে আমরা আমাদের সীমান্ত খুলে দিয়েছিলাম, যা ইসলামের নৈতিক শিক্ষা।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে এবং তাঁদের দেশে ফেরত না যাওয়া অবদি সম্ভব সকল ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশ।তিনি বলেন, রোহিঙ্গারা ৬ হাজার ৮ ’শ একরের বেশি বনভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে, যাতে বাস্তুসংস্থান ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা, পানি, স্যানিটেশনসহ রোহিঙ্গাদের সবধরনের মানবিক সহায়তা দিচ্ছি।তিনি আরও বলেন,রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরগুলোর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধনে বিপুল সংখ্যক বেসরকারী খাতের জনবলকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,সড়ক-বিদ্যুৎ সরবরাহসহ নতুন ও অতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে ২১৯টি মেডিক্যাল সুবিধা স্থাপন করা রয়েছে। যার মধ্যে ৫০টি সরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে।শেখ হাসিনা বলেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের প্রত্যক্ষ সহায়তার জন্য সরকারের কোষাগার থেকে প্রায় ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করা হয়েছে।তিনি বলেন, অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত সরকারি তালিকাভুক্ত ৩৯ হাজার ৮৪১ জন রোহিঙ্গা এতিম শিশুর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এছাড়া তিনি তাঁর বিশেষ ত্রাণ তহবিল থেকে রোহিঙ্গা ত্রাণ শিবির স্থাপন করা কক্সবাজারের স্থানীয় জনসাধারণের জন্য আড়াই মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য প্রদান করেছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অধিক ঘনবসতির সমস্যা সমাধান এবং মানবিক সেবার সুবিধার্থে সুরক্ষার সমস্ত বিধান রেখে রোহিঙ্গাদের জন্য আমরা ভাসানচরের উন্নয়ন করেছি।তিনি বলেন,মিয়ানমারে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের জন্য ভাসানচরে উন্নত আবাসন এবং জীবিকার সুযোগও থাকবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কমিটি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরোডেভেলোপমেন্ট ডিজঅর্ডার্স-এর সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদে স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, মুহাম্মদ ফারুক খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন।মোমেন আরো বলেন, তারা বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসন চান।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে উদারতার পরিচয় দেয়ায় বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে আলোচকদের সবাই মিয়ানমারকে তাদের এই নাগকিদের ফিরিয়ে নিতে রাজি করাবে বলে আশ্বস্ত করেন।তিনি বলেন,আমি মনে করি, এটা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধরনের অর্জন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব আয়োজিত একটি অঙ্গীকার অধিবেশনের পর এটি অনুষ্ঠিত হয়।এ সময় ওআইসিভুক্ত বিভিন্ন দেশ ইউএনএইচসিআর-কে মোট ২৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

অনিয়ম ও অপকর্ম নির্মূলে সরকারের পাশে দাঁড়াতে বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি ড় হাছান মাহমুদের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৫।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ দেশে অনিয়ম ও অপকর্ম নির্মূলে সরকারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের আত্মহুতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আসুন আমরা সকলে মিলে সরকারের উদ্যোগের সমালোচনা না করে সকল অন্যায়অঅনিয়ম থেকে মুক্ত করতে দুর্নীতি ও অনিয়ম নির্মূল করি।’তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মদ ও জুয়ার ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ‘জিয়াউর রহমান সংবিধানে বিসমিল্লাহ রেখেছেন, আবার মদ-জুয়াও চালু করেছেন। মানুষ এখন অনেক সচেতন, এসব বোঝে। বিএনপিই দেশে মদ-জুয়া চালুর হোতা। জিয়াউর রহমান দেশে মৌলবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আবার মদ ও জুয়ার অবৈধ ব্যবসা চালু করেছিলেন এবং নগ্ন নৃত্যের সঙ্গেও দেশের মানুষকে পরিচিত করেছিলেন।ড় হাছান বলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি, তাদের মন্ত্রী বানিয়ে জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন।তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চলমান অভিযান প্রশংসনীয়। কিন্তু, যারা এ অভিযানকে স্বাগত জানাচ্ছেন না, প্রশংসা করছেন না, এটি তাদের রাজনৈতিক হীনমন্যতা।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সারাহ বেগম কবরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, প্রচার সম্পাদক আক্তার হোসেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অরুন সরকার রানা প্রমূখ।

হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাম্প্রতিক ক্যাসিনোর বিষয়ে কথা বলছেন এবং এ ব্যবসার সঙ্গে যারা দেশকে পরিচিত করেছিলেন সেই মির্জা আব্বাস ও মোসাদ্দেক হোসেন ফালুর পক্ষে সাফাই গাইছেন। বিএনপি তাদের সরকারের সময় সকল অনিয়ম, দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেল। কিন্তু বর্তমানে যখন দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে রয়েছে তখন কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী চক্রান্ত করছে। দলে অনেক অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। ক্যাসিনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা সকলেই অনুপ্রবেশকারী।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল দুর্নীতিবাজ ও অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের কেউই রেহাই পাবে না।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কয়েকটি পোস্ট ও কয়েকটি অনলাইন ওয়েব পোর্টালের সংবাদের উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, তারেক রহমান লন্ডনে তার আয়কর বিবরনীতে ক্যাসিনো থেকে আয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কারো সমালোচনা করার আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উচিত আয়নায় আগে নিজেদের মুখ দেখা।তিনি বলেন, জাতীয় পার্টিসহ দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু বিএনপি সরকারের এই অভিযানকে স্বাগত না জানিয়ে সমালোচনা করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত না জানানোর মধ্য দিয়েই বিএনপি দেউলিয়াত্ব ফুটে উঠেছে।প্রীতিলতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রীতিলতা ভারতীয় উপমহাদেশের এক বাঙ্গালী বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার নাম সোনালী হরফে লেখা থাকবে।

তথ্যমন্ত্রী নতুন প্রজন্ম যাতে প্রীতিলতার জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে সেজন্য তার জীবন ও কর্মের গুরুত্ব দেয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আরো সম্পৃক্ত থাকতে হবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৫।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা যাতে নিরাপদে এবং নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে সে লক্ষ্যে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় আরো সম্পৃক্ত থাকার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছে।

তিনি বলেন,বিশ্ব সম্প্রদায় রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করে বলেছে, মায়ানমার নাগরিকদের অবশ্যই তাদের দেশে প্রত্যাবাসন করতে হবে।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড় মাহাথির মোহাম্মদ, ওআইসি’র মহাসচিব ড় ইউসেফ আল-ওথাইমিন ও সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় ইব্রাহিম বিন আবদুল আজিজ আল-আসফ এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, সার্বিয়া, ফিলিপাইনস এবং গাম্বিয়াসহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিগণ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের প্রতি তাদের জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং ওআইসি সচিবালয় যৌথ উদ্যোগে রোহিঙ্গা সংকটের ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকে তারা বলেন, মায়ানমারকে তাদের দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেয়ার জন্য তারা চাপ দেবেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বৈঠকে অংশগ্রহণকারীগণ রোহিঙ্গা ইস্যুকে বাংলাদেশের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।তিনি বলেন, তারা বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদে এবং নিরাপত্তা ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন চেয়েছেন।মন্ত্রী বলেন, তারা ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। তারা সকলেই বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত নেয়ার জন্য মায়ানমারকে রাজি করানোর ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,আমি মনে করি এটি বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট অর্জন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব আয়োজিত অঙ্গীকারমূলক অধিবেশনের পর এ অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ওআইসি’র বিভিন্ন সদস্য দেশ ইউএনএইচসিআরে মোট ২৭ কোটি ডলার দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।চীন, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অংশগ্রহণে সোমবার জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের ব্যাপারে ড় মোমেন বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে মূল সমস্যা সমাধানে যৌথ কমিশন গঠনের বিষয়ে চীনের দেয়া প্রস্তাবের ব্যাপারে মিয়ানমার সম্মত রয়েছে।তিনি বলেন, ‘চীন সমস্যাটি সমাধানের পটভূমি তৈরির বিষয় সহজতর করবে যাতে প্রত্যাবাসন শুরু করা যায়। আমরা মনেকরি, এটি একটি বড় অর্জন।’পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চীন সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা করে এ প্রস্তাব দিয়ে আশ্বাস দিয়েছে যে তারা সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে কাজ করবে।

ড় মোমেন বলেন, গত জুলাইয়ে বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আলোচনার পর চীন এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।তিনি বলেন, ‘চীন অত্যন্ত ভাল একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করছি যে, দীর্ঘ বিলম্বিত রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে এটি সহায়ক হবে।’এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া চলছে।তিনি বলেন, ‘আমরা প্রত্যাবাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিনি কারণ অতীতে এটি (নির্দিষ্ট তারিখ) কাজ করেনি।’

মন্ত্রী বলেন, মায়ানমারও সোমবার বলেছে তারা যাচাইকৃত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন জোরদার করতে চায়।তিন পক্ষ বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং চীন বলেছে, যদি রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘায়িত হয়, সেখানে মৌলবাদের উত্থান ঘটবে।মোমেন বলেন, ‘চীন বলেছে, যদি সংকট দীর্ঘায়িত হয় তাহলে ওই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য তা বিপদজনক হয়ে উঠবে, যা আমরাও বলে আসছি।’পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চীন বুঝতে পেরেছে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে মায়ানমারের আন্তরিককতায় ঘাটতি রয়েছে এবং এজন্য এই ইস্যুতে বেইজিং মায়ানমারের ওপর চাপ দিচ্ছে।মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন, তাদের নিরাপত্তা এবং নিজ দেশে অবাধ চলাচলের নিশ্চয়তা চায়।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দফতরে উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্তি মূলক অর্থায়ন বিষয়ে নবনির্বাচিত থাই প্রধানমন্ত্রী এবং আশিয়ান চেয়ারম্যান প্রযুত চান-ও-চা এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা ডাচ রানী ম্যাক্সিমার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, থাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কৃষিখাতে বাংলাদেশ ভালো করছে তবে বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে চায়।উত্তরে থাই প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষি বিষয়ে তার দেশের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ব্যাংকক তাদের কৃষি খাতের উন্নয়নে সমন্বিত উপায়ে ঢাকার সাথে কাজ করতে চায়।প্রযুত চান-ও-চা আশা করেন যে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ২শ’ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে।কুইন ম্যাক্সিমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের বাপারে ড় মোমেন বলেন, ডাচ কুইন বাংলাদেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতি যারা করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হবে : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৫।। দুর্নীতি সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি যারাই করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বুধবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাস্থ শুটিং ক্লাব পয়েন্টে আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্পের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘যাদেরকে ধরা হয়েছে তারা সত্যিকার অর্থে অপকর্মকারী। মাদক, দুর্নীতি সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি যারাই করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। সে চুনোপুঁটি-রাঘব-বোয়াল কেউই ছাড় পাবে না।’তিনি বলেন, ব্যাক্তি ছোট চুনোপুটি হলেও অনেকে দুর্নীতিতে রাঘব বোয়াল হয়েছেন। অপরাধী যত বড় আর যত ছোট হউক না কেন কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, লোক দেখানো নয়, দুর্নীতি-মাদক-জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে সরকার।সেতুমন্ত্রী বলেন, অবকাঠামো উন্নয়নে গুনগতমানের সুরক্ষা সরকারের অগ্রাধিকার। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি টেকসই করতে প্রয়োজন উন্নত সড়ক অবকাঠামো। সে লক্ষে সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপি উন্নয়ন ও জনবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তুলছে।এ সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মো. আকবর হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ মেজর জেনারেল ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স এর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি শুরু হয় এবং গত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদকালের মধ্যেই সফলভাবে সম্পন্ন হয়। নবনির্মিত আন্ডারপাসটি জনসাধারণের নিরাপদে সড়ক পারাপারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে, মহাসড়কে নিরবিচ্ছিন্ন যানবাহন চলাচল সহজ করবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করার পাশাপাশি সেনানিবাসের অভ্যন্তরীণ চলাচল নির্বিঘ্ন করবে।সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্বাবধানে প্রায় ২৬ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে দুইশ মিটার দীর্ঘ আন্ডারপাসটি নির্মাণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড।

বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট আবার পেছাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৫।। চলতি বছরের জুলাই মাসে উদ্বোধনের ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিলেও অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানালেন, আগামী ডিসেম্বরের আগে ই-পাসপোর্ট চালু করা সম্ভব হবে না।

বুধবার সচিবালয়ে অর্থনৈতিক এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি। এই বৈঠকে জরুরি ভিত্তিতে ২০ লাখ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) বুকলেট ও ২ কোটি লেমিনেশন ফয়েল সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।এক্ষেত্রে ৪১ কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।ই-পাসপোর্ট চালু না হওয়ায় বর্তমান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যের ডি লা রু থেকে এমআরপির বুকলেট ও ফয়েল কিনতে হচ্ছে বলে জানান তিনি।

গত মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে জুলাই থেকে ই-পাসপোর্ট দেওয়া শুরু করার কথা জানানো হয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, জুলাই মাসের ‘যে কোনো সময়’ প্রধানমন্ত্রী ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করবেন।কিন্তু জুলাই পেরিয়ে আরও দুই মাস গড়াতে চললেও তার আর কোনো খবর নেই।ই-পাসপোর্ট চালু না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন,একটি জার্মান কোম্পানিকে কাজ দেওয়া হয়েছিল তারা অনেক দূর এগিয়েছে।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে এটি ডিসেম্বরের পর যাবে না। ডিসেম্বরের মাঝে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন এই প্রকল্পটি। ডিসেম্বরের মাঝেই এ পাসপোর্ট আপনারা পাবেন।

বাংলাদেশে হাতে লেখা পাসপোর্ট থেকে যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্ট বা এমআরপি প্রবর্তনের পর এক দশকও পার হয়নি। কিন্তু এমআরপির ডেটাবেইজে ১০ আঙ্গুলের ছাপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় এক ব্যক্তির নামে

ছয়ের পাতায়

অবিলম্বে রোহিঙ্গা সংকটের অবসান ঘটাতে হবে: ড. মাহাথির মোহাম্মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৫।। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড় মাহাথির মোহাম্মদ রোহিঙ্গাদের ওপর নেমে আশা দুর্দশা অবসানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ ও আমাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, অবিলম্বে রোহিঙ্গা সংকটের অবসান ঘটাতে হবে।তিনি বলেন ‘আমাদের এ সংকটের অবসান ঘটাতে হবে এবং তা এখনই করতে হবে।’

মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দফতরে রোহিঙ্গা সংকটের ওপর বাংলাদেশ ও ওআইসির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে মাহাথির মোহাম্মাদএ কথা বলেন।

বুধবার এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।ড় মাহাথির বলেন, মিয়ানমারের পরিস্থিতি এখনো ভাল কিছু নয়। ‘অনেক রোহিঙ্গা ব্যক্তি রাখাইনের অভ্যন্তরীণ-বাস্তচ্যুত শিবিরে (আইডিপি) বাস করছে এবং দিনে দিনে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।’তিনি বলেন, এটা স্পষ্ট যে মিয়ানমার সরকার এই সঙ্কটের সমাধান করতে রাজি নয়। ‘সুতরাং এটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই পরিস্থিতি নিয়ে কিছু করতে হবে।’তিনি বলেন, বিশ্ব যখন অতীতের কুখ্যাত বন্দী শিবিরগুলোর সঙ্গে আইডিপি ক্যাম্পগুলোর মিল খুঁজে পেল, তখন মিয়ানমার সরকার দ্রুত তা অস্বীকার করেছে।তিনি প্রশ্ন করেন, মিয়ানমারের কাছে গোপন করার মতো কিছু যদি না থাকে, তাহলে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘ কর্মকর্তা এবং মানবিক সহায়তা কর্মীদের রাখাইনের পরিস্থিতি দেখতে যেতে বাধা দিচ্ছে কেন?

তিনি বলেন, জাতিসংঘ কর্মকর্তা এবং মানবিক সহায়তা কর্মীদের পরিদর্শনের জন্য অবাধে সেখানে যাতায়াত করতে এবং শিবিরগুলোতে বাস করা মানুষদের সহায়তা করতে দিন। সংকট সমাধানের অযোগ্য হয়ে ওঠার আগেই মিয়ানমারের উচিত তা নিরসন করা। তিনি বলেন প্রত্যাবাসন হওয়া উচিৎ প্রথম অগ্রাধিকার।মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু শরণার্থীকে প্রত্যবাসনের জন্য দুইবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দুইবারই ব্যর্থ হয়েছে।তিনি বলেন, এর কারণগুলো সুস্পষ্ট। শরণার্থীরা প্রত্যাবাসনকে নিরাপদ মনে না করলে কেউ ফিরে যাবে না।

ড় মাহাথির বলেন, মালয়েশিয়া প্রত্যাবাসনকে জোর দিয়ে যেতে থাকবে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের একটি নিরাপদ স্বতন্ত্র ও মর্যাদাপূর্ণ অধিকার দিয়ে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব প্রদান সম্পন্ন করেই কেবলমাত্র এই সংকট নিরসন করতে হবে।তিনি বলেন, মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ ভয়, বিদ্বেষ ও সহিংসতা উস্কে দেয়ার জন্য রোহিঙ্গাদের ইস্যুটিকে ব্যবহার করেছে।ড় মাহাথির বলেন, সুতরাং শুধুমাত্র নাগরিকত্ব দিতে হবে এই বিবেচনা থেকেই এটি করা হয়েছে যা অগ্রহণযোগ্য। এটা স্পষ্ট যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।ড় মাহাথির আরও বলেন, ‘এই ধরণের উদ্যোগ কিভাবে কাজ করবে তবে কি নৃশংসতার জন্য দায়ী অপরাধীরদের এই ধরণের কর্মকান্ড সিস্টেমের অংশ?’মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে ভূমিকা পালন করা উচিত। এটি ভবিষ্যতে মানবসৃষ্ট দুর্দশা রোধ করার আশা নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই, এর নীরবতা বধিরতারই নামান্তর।তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের পদক্ষেপ ছাড়া, সংকটের সমাধান এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে অন্যদের অবশ্যই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ড় মাহাথির বলেন, আন্তর্জাতিক ফোরামে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইতিবাচক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য মালয়েশিয়া ওআইসির প্রশংসা করেছে। অপরাধীরা যে জঘন্য অপরাধ করেছে তা থেকে রেহাই না পায়, এটি নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের বিষয়টি আনার সিদ্ধান্তে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আশা করি, অন্যান্য দেশগুলো ওআইসিকে সমর্থন করবে।রোহিঙ্গাদের জন্য মালয়েশিয়ার মানবিক সহায়তার কথা তুলে ধরে ড় মাহাথির বলেন, আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। তিনি বলেন, মালয়েশিয়া এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে এবং এর পক্ষে যতটা সম্ভব করবে।রোহিঙ্গাদের উপর নির্মমতাকে কম্বোডিয়ার গণহত্যার সাথে তুলনা করে তিনি বলেন, ‘আসুন, আমরা খোলামেলাভাবে এই ব্যাপারে কথা বলি। রাখাইন রাজ্যে যা হয়েছে তা হচ্ছে গণহত্যা।’

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেখানে গণহত্যা, ব্যাপক গণধর্ষণ ও অন্যান্য বড় ধরনের মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে।তিনি আরো বলেন, ‘রোহিঙ্গারা দেশ থেকে পালিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। এজন্য আমরা বাংলাদেশকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।’

বাংলাদেশে বাতিল টাকার নোটের টুকরো:৩ পৌর কর্মকর্তাকে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৫।। বগুড়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বাতিল নোটের টুকরো ডাম্পিং স্টেশনের পরিবর্তে বিলের পানিতে ফেলার কারণে পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তিন কর্মকর্তাকে কারণ দেখাতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

মেয়র এ কে এম মাহবুবর রহমান জানান, বুধবার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিদর্শক মামুনুর রশিদ, একই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা রাখিউল আবেদীনকে এই নোটিশ দেওয়া হয়।আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের কারণ দেখাতে বলা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বগুড়া শাখার অনুরোধে পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে নির্ধারিত ডাম্পিং স্টেশনে ২৪০ বস্তা ভরা বাতিল নোটের টুকরো ফেলতে বলা হয়।কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ডাম্পিং স্টেশনের বদলে শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে নোটের টুকরোগুলো ফেলেন। এ নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ কারণে তাদের কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হয়।মঙ্গলবার বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে শাজাহানপুর উপজেলার চান্দাই গ্রামে রাস্তার পাশে বিলের পানিতে বাতিল নোটের টুকরো ফেলা হয়।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অভাবের তাড়নায় বাড়ি-গাড়ি বিক্রি করতে হয়েছিল এই বলি তারকার

এএনএম নিউজ ডেস্ক :নিজের সময়ের মহাতারকা তিনি। অথচ বিদায় বেলায় চরম অভাবে আর অবহেলায় কেটেছে। এতটাই ট্র্যাজিক ছিল অভিনেতা ভারত ভূষণের পরিণতি। অথচ সুদর্শন, নারীমহলে চরম জনপ্রিয় এই নায়ক তার কাজের যথাযথ স্বীকৃতিও পাননি।বলিউড শাসন করা রাজ কাপুর, দেব আনন্দ, দিলীপ কুমার। কড়া প্রতিযোগিতাতেও তাদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন ভারত ভূষণ। ভারতের উত্তরপ্রদেশের মেরঠ শহরে তার জন্ম ১৯২০ সালের ১৪ জুন। মাত্র দু"বছর বয়সে মাকে হারান তিনি। এর পর ভাইয়ের সঙ্গে ভারত ভূষণ পালিত হন মামার বাড়িতে, আলিগড়ে।স্নাতক সম্পন্ন করার পর বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেন ভারত ভূষণ। প্রথমে কলকাতায় যান। কিন্তু সেভাবে সুযোগ পাননি। ফিরে যান সাবেক বোম্বে, আজকের মুম্বাইয়ে।১৯৪১ সালে মুক্তি পায় তার প্রথম ছবি "চিত্রলেখা"। এরপর একে একে "ভক্ত কবীর", "সুহাগ রাত", "আঁখে", "জন্মাষ্টমী"-র মতো সিনেমার সাহায্যে নিজের জায়গা মজবুত করেন ভারত ভূষণ।"বৈজু বাওরা" মুক্তি পায় ১৯৫২ সালে। এরপর থেকে ভারত ভূষণ নিজেই একটা ব্র্যান্ড, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ম্যাটিনি আইডল হয়ে ওঠেন। মেরঠের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের মেয়ে সরলাকে

বিয়ে করেন ভারত ভূষণ। তাদের দুই মেয়ে। অনুরাধা আর অপরাজিতা। বড় মেয়ে অনুরাধা ছিলেন পোলিও আক্রান্ত।১৯৬০ সালে মুক্তি পায় ভারত ভূষণের ছবি "বারসাত কি রাত"। তার কয়েক দিন পরই জীবনে চরম আঘাত। মারা যান তার স্ত্রী সরলা। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেয়ার পর কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তার থেকে আর সুস্থ হতে পারেননি তিনি।স্ত্রীকে হারানোর সাত বছর পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন ভারত ভূষণ। "বারসাত কি রাত"-এর নায়িকা রত্না এবার তার জীবনসঙ্গিনী। বক্স অফিসে চরম সাফল্য পেয়েছিল "বারসাত কি রাত"। কিন্তু এর পর থেকেই উল্কাবেগে পড়তে থাকে ভারত ভূষণের ক্যারিয়ার। একের পর এক ছবি ফ্লপ হতে থাকে। ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই নায়কদের বাবার ভূমিকায় দেখা যায় তাকে।এরপর আরেক প্রান্তিক অবস্থান। শেষে এমন অবস্থা আসে, অতীতের নায়ক ভারত ভূষণ প্রায় "এক্সট্রা"-র ভূমিকায় চলে গেলেন। ৯০ এর দশকে "প্যার কা দেবতা" ও "হামশকল" ছবিতে তিনি প্রায় জুনিয়র শিল্পীর অবস্থায়।অমিতাভ বচ্চন এক বার তার ব্লগে লিখেছিলেন, ভারত ভূষণকে তিনি রাস্তায় বাসের জন্য লাইনে অপেক্ষায় দেখেছিলেন। আমজনতার ভিড়ে একা দাঁড়িয়েছিলেন। অপেক্ষায় থাকা বাকিরা কেউ জানেনই না তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন একসময়ের সুপারহিট রোম্যান্টিক নায়ক।খ্যাতির মধ্য গগনে থাকার সময় কিছু ভুল সিদ্ধান্ত বিপাকে ফেলেছিল তারকা ভারত ভূষণকে। তার মধ্যে অন্যতম একটি ছবি প্রযোজনা করা। প্রযোজক হিসেবে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি।ঘন আঁখিপল্লব আর স্বপ্নালু চোখের এই নায়ক কবিতা ভালোবাসতেন। গানে সুর দিতেন। নিজে গানও গাইতেন। তাকে চমতকার মানিয়ে যেত পৌরাণিক চরিত্রে। "শ্রী মহাপ্রভু চৈতন্য" ছবিতে অভিনয় তাকে এনে দিয়েছিল "ফিল্মফেয়ার"-এ সেরা অভিনেতার সম্মান।আর ভালোবাসতেন বইয়ের জগতে ডুবে থাকতে। তার নিজের বাড়ির লাইব্রেরিতে ছিল দুষ্প্রাপ্য বই। শেষ জীবনে এমনও হয়েছে, টাকার জন্য নিজের সংগ্রহের দুর্মূল্য বই বিক্রি করতে হয়েছে তাকে।বিক্রি করে দিতে হয়েছিল নিজের একাধিক গাড়ি ও বাংলো। ততকালীন বোম্বের বান্দ্রা ও অন্য জায়গায় বাংলো ছিল তার। অর্থকষ্টে হারাতে হয়েছিল সে সবই। অভিনয় মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আগেই। অনাদর আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ৭২ বছর বয়সে, ১৯৯২ সালের ২৭ জানুয়ারি জীবনের মঞ্চ থেকে বিদায় নেন আরব সাগরের তীরের এক সময়ের মহাতারকা।

লেডি ডিটেক্টিভ লুকে বাজিমাত কোয়েলের

প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়, ওরফে 'মিতিন মাসি'।এই চরিত্রের সাথে বাঙালীদের কম বেশি অনেকেরই পরিচয় আছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের "হাতে মাত্র তিন দিন" গল্প নির্ভর সেলুলয়েডে প্রথম এই "মিতিন মাসি"।ব্যোমকেশ, শবরের পর 'মিতিন মাসি' অরিন্দম শীলের নতুন চ্যালেঞ্জ। তার এই ছবিতে মিতিন মাসির চরিত্রে দেখা যাবে টলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককে। এই ছবিতে তাকে দেখা যাবে বুদ্ধিদীপ্ত, নির্ভীক বেপরোয়া চরিত্রে অভিনয় করতে। যার কাছে নারীদের সম্মান সবার আগে। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে এই ছবির টিজার। আর তাতেই বাজিমাত করেছে কোয়েলের রণং দেহি লুক।মিতিন মাসি ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিক্রম ঘোষ। ছবিতে মিতিন মাসির স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে শুভ্রজিত দত্তকে। বোনঝি টুপুরের ভূমিকায় দেখা যাবে রিয়া বর্ণিককে। এছাড়া বিনয় পাঠক, জুন মালিয়ার মতো বিশিষ্ট শিল্পীদের এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। পুজোর সময় দর্শকের মন জয় করতে আসছে চলেছে এই অ্যাকশন ও রোমাঞ্চে ভরপুর 'মিতিন মাসি'।

অ্যাকশন রোমাঞ্চে ভরপুর 'মিতিন মাসির' টিজার

ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না সলমন খান অভিনীত ছবি "কিক ২"

কবে সলমন খানের ছবি মুক্তি পাবে সেই নিয়ে সারা বছরই তাঁর ভক্তদের মধ্যে কৌতুহলের শেষ থাকে না। সামনের বছর ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল সলমন খান অভিনীত ছবি "কিক ২"।। কিন্তু পরিচালক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, "কিক ২" সামনের বছর ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না। ভক্তরা কিছু নিরাশ হলেও সাজিদ জানিয়েছেন, তিনি সলমনের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলেন দেখা করতে, সেখানে সলমন কে জানান 'খসড়া লেখার কাজ এখনও চলছে, আরও কয়েক মাস লাগবে শেষ করতে। খসড়া লেখার কাজ শেষ হলেই কাজ শুরু হতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রভাসের ফিল্মের বিরুদ্ধে গল্প "চুরি"র গুরুতর অভিযোগ! মুখ খুললেন ফরাসী পরিচালক

"বাহুবলী" ছবির পাহাড় প্রমাণ জনপ্রিয়তার পর "সাহো" ঘিরে প্রভাসের ওপর চাপ বাড়ছিল। ৩৫০ কোটি টাকা বাজেটের এই ফিল্ম দেশে "রেকর্ড তোড়" সাফল্য পাবে বলে আশা ছিল অনেকের। তবে প্রথম দিনেই "সাহো" ধাক্কা খেয়েছে ছবির রিভিউতে। তবে প্রভাস ম্যাজিকে ভর দিয়ে বক্স অফিসে এখনও শক্তপোক্ত জায়গায় রয়েছে "সাহো"।একদিকে, "সাহো" যখন বক্স অফিসে সবেমাত্র সিঁড়ির ধাপ পার হচ্ছে, তখন ফ্রেঞ্চ পরিচালক জেরম সালে দাবি করেন "সাহো" তাঁর পরিচালিত ফিল্ম " লাগর্গো উইঞ্চ" ছবির হুবহু নকল। তবে পরিচালক কটাক্ষের সুরে টুইট বার্তায় লেখেন , " টুকলি করতে হলে ভালোভাবে কর অন্তত"! গোটা ঘটনা ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ফিল্ম অনুরাগীদের মধ্যে। এমন গুরুতর অভিযোগ নিয়ে "সাহো" টিমের তরফে কোনও জবাব যদিও এখনও এসে পৌঁছয়নি।প্রসঙ্গত, "সাহো" মুক্তির পর থেকে "রিভিউ" এর ধাক্কা খাওয়ার পরও বক্স অফিসে প্রথম ৪ দিনে ১০০ কোটির দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। তবে নতুন করে "চুরি" র অভিযোগ এসে পড়ায় ছবির জনপ্রিয়তা কোন দিকে যায় সেদিকে তাকিয়ে ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা।

"দাদা সাহেব ফালকে" পুরস্কারে সম্মানিত হবেন অমিতাভ, ঘোষণা কেন্দ্রের

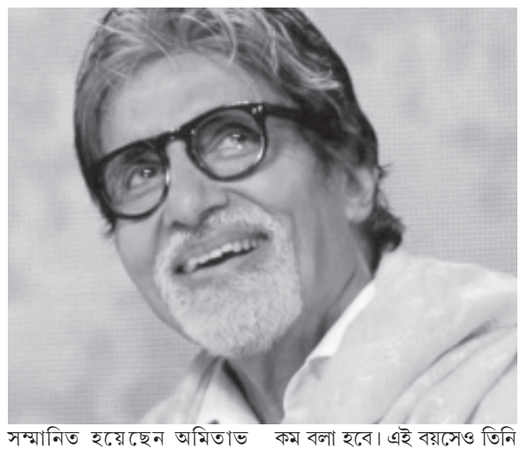

"দাদা সাহেব ফালকে" পুরস্কারে সম্মানিত হতে চলেছেন অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। মঙ্গলবার টুইট করে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভেড়কর। এদিন টুইটে তিনি শাহেনশাকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে দুই প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন অমিতাভ বচ্চন, এমনটাই মনে করেন মন্ত্রী। কেন্দ্রের এই ঘোষণায় রীতিমত আপ্লুত বিশ্ব জুড়ে অমিতাভের অগণিত অনুরাগীরা।হিন্দি কবি হরিবংশ রাই বচ্চন ও সমাজকর্মী তেজি বচ্চনের সন্তান অমিতাভের জন্ম এলাহাবাদে (১৯৪২ সালের ১১ অক্টোবর মাসে)। ১৯৬৯ সালে "সাত হিন্দুস্থানি" ছবির মাধ্যমেই বলিউডে ডেবিউ করেন বিগ বি। এরপরে "আনন্দ", "জঞ্জির", "শোলে" এবং "অগ্নিপথ"- এর মতো বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।হাতছাড়া ৫০ লক্ষ! পুরাণের কোন প্রশ্নে হোঁচট খেলেন ঊষা?শাহরুখ খানের প্রযোজনায় বদলা ছবিতে শেষ দেখা গিয়েছে সিনিয়র বচ্চনকে।সিনেমা ছাড়াও ছোটপর্দার কাজ ও সঞ্চালনা করে থাকেন তিনি।৭৬ বছর বয়সেও দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছেন বিগ-বি।হিন্দি সিনেমায় অভিনয়ের জন্য বহু সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। ১৯৮৪ সালে পদ্ম, ২০০১-এ পদ্মভূষণ এবং ২০১৫ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মান পেয়েছেন তিনি। এছাড়াও ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দ্য নাইট অফ দ্য লেজিও (২০০৭) পেয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। এছাড়াও "অগ্নিপথ", "পা" এবং "পিকু" ছবির জন্য সেরা অভিনেতা বিভাগে জাতীয় পুরস্কার, ১৭টি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ও পাঁচটি আইফা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিনি।বিজয় নাম্বিয়ার "ওয়াজির" ছবিতে কাজ করেছেন বলিউড শাহেনশাহর সঙ্গে, তিনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ডট কমকে বললেন, "উনি লেজেন্ড। অভিনেতা বললে কম বলা হবে। এই বয়সেও তিনি যে পরিমাণ কাজ করছেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহার করেন সেটা চোখ জল এনে দেবে। আমার ছোটবেলার হিরো তিনি এবং আজকে আমি সিনেমার পেশায় রয়েছি উনি এবং সেলিম - জাভেদ কারণে।""ভূতনাথ" এবং "ভূতনাথ রিটার্নসে"র পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি বলেন, "ভীষণ ভালো খবর। উনি আমাদের মনে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছেন এবং বক্স অফিসে তো শতাব্দীর পর শতাব্দী। ওনার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি সম্মানিত।"তাপসী পান্নু "বদলা" ও "পিঙ্ক" ছবিতে অমিতাভের সঙ্গে কাজ করেছেন।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেসকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।

গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

অনুরাগ অতীত, নতুন করে প্রেমে পড়লেন কালকি

অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে কালকি কোয়েচলিনের ছাড়াছাড়ি হয়েছে বছর খানেক হয়ে গেল। কিন্তু তারপর কেউ নতুন করে সম্পর্কে জড়াননি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে কালকি আর সেই "সিঙ্গল" স্টেটাস নিয়ে থাকতে চাইছেন না। বহুদিন ধরেই কানাঘুষো চলছিল তিনি নাকি প্রেম করছেন। এবার তা সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রকাশ করলেন তিনি।রবিবার অভিনেত্রী কালকি কোয়েচলিন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিটিতে অভিনেত্রীর সঙ্গে রয়ছেন গাই হার্সবার্গ। সমুদ্রসৈকতে তোলা হয়েছে ছবিটি। ছবিতে দেখা গিয়েছে হার্সবার্গকে চুম্বন করছেন কালকি। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "আমার প্রিয় কেভম্যানের সঙ্গে আমি।" পোস্টটিতে রিচা চাড্ডা, সবিতা ধুলিপালা, ভূমিকা চাওলা ও তিলোত্তমা সোম তাঁদের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।২০১১ সালের এপ্রিল মাসে অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কালকি কোয়েচলিনের। তার আগে দু"বছর তাঁরা সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু অনুরাগ ও কালকির বিয়ে টেকেনি। ২০১৫ সালে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের। তবে এখনও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট। সম্প্রতি "সেক্রেড গেমস"-এর দ্বিতীয় সিজনে একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। বাতিয়ার চরিত্রে দেখা গিয়েছে কালকিকে। ওয়েব সিরিজ প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর অভিনয় নিয়ে প্রশংসা হয়েছে চতুর্দিকে। অবশ্য সাহসিকতার পরিচয় এই প্রথম নয়। কালকি এর আগেও একাধিকবার স্পষ্টোক্তি করার জন্য খবরে এসেছেন। বলিউডে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, জানান, "এমন অভিনেতার সঙ্গে আমাকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং করতে হয়েছে, যাঁর ঠোঁট কামড়ানোর আগে পর্যন্ত আমি তাঁকে চিনতামই না, তাঁর সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে অভিনয়স্বত্ত্ব সঠিক ভাবে পরিস্ফুট হতে পারবে না। দু"জন অভিনেতার মধ্যে এভাবে বোঝাপড়া গড়ে উঠতে পারে না।" এরপরেই তিনি প্রশ্ন করেন, "যখন আমরা একটা সিনেমায় মারপিটের দৃশ্য শুটিং করি, তখন তা কোরিওগ্রাফ করা হয়। কেউ ভুল করেও একটা অতিরিক্ত ঘুসি মারতে পারে না। তবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না কেন?"

সম্পর্কে জড়ালে রাশ টানুন কয়েকটি অভ্যাসে

জীবনকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি সব অবস্থায়ই উপভোগ করতে জানেন। হতে পারে তা সিঙ্গেল জীবনযাপন কিংবা যৌথ জীবনযাপন। কেউ কেউ তো সিঙ্গেল থাকাটাকেই ভালোবেসে ফেলেন। কারো পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে মানিয়ে চলা নেই, জবাবদিহি নেই, গায়ে পড়া খবরদারি নেই। তাইতো সিঙ্গেল থাকা সময়টাকে নিজের মতো করে উপভোগ করেন। আর এই উপভোগ করতে গিয়ে অজান্তেই এমন অনেক অভ্যাস আমাদের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় যা অবিবাহিত জীবনের সঙ্গেই মানানসই। মুশকিল হয় তখন, যখন জীবনে আর একজন কেউ আসেন।একবার সঙ্গী জুটে গেলে কিন্তু আগের জীবনের বেশ কিছু অভ্যাসে রাশ টানার জন্য তৈরি থাকতে হবে। কীরকম অভ্যাস জানতে চান? চোখ বুলিয়ে নিন-ব্যক্তিগত সময়: নিজের মতো করে সম্পূর্ণ একা সময় কাটানোটা মোটেই দোষের কিছু নয়, বরং তার দরকারও রয়েছে। সম্পর্কে থেকেও সেটা করা যায়। কিন্তু সারাক্ষণই যদি আপনি একা থাকতে চান, তাহলে আপনার প্রেমের স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা মোটেই ভালো হবে না। কারণ সম্পর্কের মূল বিষয়টা হল পরস্পরের সান্নিধ্যে জীবনের আনন্দ খুঁজে নেওয়া। তাই নিজেকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি সময় রাখুন তার জন্যও। মাথায় রাখুন, আপনি আর আগের মতো একা নন।একা বেড়াতে যাওয়া: সিঙ্গেল জীবনে আপনি প্রচুর একা একা ঘুরে বেড়িয়েছেন। নতুন জীবনে যে আপনার একা বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস বন্ধ করতে হবে, তা নয়। কিন্তু একা বেড়ানোর পাশাপাশি বেড়াতে যান সঙ্গীর সঙ্গেও। তাতে করে আপনারা পরস্পরকে ভালোমতো জেনেবুঝে নিতে পারবেন, বেড়ানোয় একটা অন্যরকম মজাও আসবে। কিন্তু আপনি যদি একা বেড়াতে যাওয়ারই পক্ষপাতী হন, তাহলে কিন্তু সম্পর্কে জড়ানোর পর সে ইচ্ছা খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। কারণ সঙ্গী হয়তো আপনার সঙ্গে বেড়াতেই বেশি পছন্দ করবেন।কারও উপর নির্ভর না করা: কারও উপর নির্ভর করে না থাকাটা একটি বিশেষ গুণ। ভাবছেন, গুণ তবু বাদ দিতে কেন হবে? এতদিন একা থাকার সুবাদে আপনার মধ্যে একটা স্বাধীন মনোভাব জন্মে গেছে আমরা জানি। কিন্তু প্রেমে পড়া মানে অপর মানুষটির উপরেও নির্ভর করা। সম্পর্কে জড়ানো মানেই স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া নয়, সেটা বুঝতে হবে আপনাকে। আত্মনির্ভর হয়েও প্রেমিকের উপর নির্ভর করা যায়। সম্পর্ক জড়ানোর সময় এই কথাগুলো মাথায় রাখুন। সুখী হবেন।

মুক্তি পেল হাউসফুল ৪ এর পোস্টার

দিওয়ালিতেই রিলিজ করবে ফারহাদ সামজি পরিচালিত ছবি হাউসফুল ফোর। সম্পূর্ণ এন্টারটেইনমেন্ট কমেডি ছবি এটি একটি। এই ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন সাজিদ নাদিয়াওয়ালা। কমেডি ছবি হিসেবে হাউসফুল সব সময় সকলের পছন্দের। যতবার এই ছবি এসেছে মানুষ ভিড় জমিয়েছেন ছবি দেখার জন্য। এবার হাউসফুলের চার নম্বর পার্টও যে বেশ সমবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ছবির ট্রেলর রিলিজ করবে ২৭ সেপ্টেম্বর। তার আগেই সোশাল মিডিয়ায় সামনে এল এই ছবির চরিত্রদের ফার্স লুক। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, কৃতি শ্যানন, রিতেশ দেশমুখ, কৃতি খারবান্দা, ববি দেওল, পুজা হেগড়ে। এই ছবি পরিচালনার কথা ছিল সাজিদ খানের। তিনিই এই ছবির আগের পার্টগুলো পরিচালনা করেছিলেন।১৪১৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালকে কমেডির ছলে তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে।

জাপান ভ্রমণের গাইড রোবট

জাপান ভ্রমণে পর্যটকদের সহায়তা করছে শার্পের 'রোবোহন' রোবট। মানুষের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন চালাতে পারে ছোট এই রোবটটি। আপাতত শুধু জাপানের বাজারেই রোবটটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শার্প।

এবার দেশটিতে পর্যটকদের কাছেও ভাড়াদেয়া হচ্ছে রোবটটি। গ্রাহকের সেলফোনের সম্ভাব্য বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোবোহন।'

অ্যামাজনের অ্যালেক্স, অ্যাপলের সিরি যেখানে গ্রাহককে আবহাওয়ার তথ্য এবং অন্যান্য খবর জানায় সেখানে রোবোহন গ্রাহকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করে।

জিপিএস দিয়ে গ্রাহকের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করে রোবোহন। গ্রাহক কোথায় আছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি কী করবেন তার পরামর্শ দিয়ে থাকে রোবটটি।

সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভ্রমণের সময় রোবটটি এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছেন সিএনবিসির এক প্রতিবেদক।

হানেদা এয়ারপোর্টে বাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে রোবোহন। রোবটটির প্রতিদিনের ভাড়া বলা হয়েছে ১২ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া নিলে কিছু ছাড় দেয়া হবে।

সিএনবিসির প্রতিবেদক যখন রপ্পোংগি এলাকার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রোবটটি তাকে কাছেই মামান স্পাইডার স্কাল্পচারের শৈল্পিক ছবি' তোলার পরামর্শ দেয়, আবার টোকিও স্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় রেলওয় স্টেশনটির সাম্প্রতিক সংস্কার নিয়ে কথা বলা শুরু করে রোবোহন। গ্রাহক একা থাকলে সহায়ক এই সঙ্গী রোবটটি তার জন্য ছবি তুলে দেবে এবং কমান্ড শুনে নাচতে পারে বলেও জানানো হয়েছে ।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্যাপটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

নেহাকে নিয়ে কী বললেন প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড

মুম্বই: এক সময়ে সম্পর্কে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী নেহা কক্কর ও অভিনেতা হিমাংশ কোহলি। সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। বিচ্ছেদ সামলে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগে নেহার। একাধিকবার ক্যামেরার সামনেও ভেঙে পড়েছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় হিংমাশের সঙ্গে ব্রেক আপ নিয়েও লিখেছেন। কিন্তু উলটো দিকে হিমাংশ এই বিষয়ে কোনও রকম মন্তব্য করেননি।বিচ্ছেদের এক বছর পরে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সামনে হিমাংশ বলেন, এক বছর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে কোনওদিন ইচ্ছে হয়নি।হিমাংশ আরও বলেন, যা হওয়ার হয়েছে। আমি তো আর তা বদলাতে পারব না। আমি এখনও নেহাকে শ্রদ্ধা করি এবং ওর জন্য শুভকামনা করি। খারাপ সময়ে আমরা পরস্পরকে অশ্রদ্ধা করি না। ও অসাধারণ শিল্পী এবং দারুণ মানুষ। আমি চাই ও জীবনে যা চায়, তাই যেন পায়। ও সুস্থ থাকুক।বন্ধুত্ব থেকে প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয় নেহা ও হিমাংশের। গত বছর সেপ্টেম্বরে তাঁরা সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন। ডিসেম্বরে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। তবে পেশার জায়গায় একসঙ্গে কাজ করতে রাজি হিমাংশ।এই প্রশঙ্গে অভিনেতা বলেন, হ্যাঁ কাজ তো করতেই পারি। কাজে কেন না বলব। আমাদের কাছে ভাল কাজের প্রস্তাব এলে, পেশাদার হিসেবে আমি ওর

সঙ্গে নিশ্চয়ই কাজ করব। আমাদের ও হামসফর গানটি খুবই হিট করেছিল। এখনও মানুষ গানটা পছন্দ করে। তাই ভাল কাজের অফার পেলে নিশ্চয়ই নেহার সঙ্গে কাজ করব।নেহার সঙ্গে থাকাকালীন, ভাল ও খারাপ দুই স্মৃতিই রয়েছে। কিন্তু হিমাংশ খারাপটা বাদ দিয়ে শুধু ভালটাই মনে রাখতে চান। সম্পর্কের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে হিমাংশ বলেন, এই মুহূর্তে আমার সত্যিই ভালোবাসার জন্য সময় নেই। এখন আমার কাজ করে যাওয়া উচিত বলে মনে হয়। কেরিয়ারেই আমি ফোকাস করছি। আমার কাছে ভাল কাজের অফার এলে আমি এখন সেটাতেই মনোনিবেশ করব।প্রসঙ্গত, ২০১৪-য় প্রথম বড় পর্দায় কাজ করেন হিমাংশ। বারিশ ছবিতে কাজ করেছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে তিনি একটি ওয়েব শো-এ কাজ করছেন।

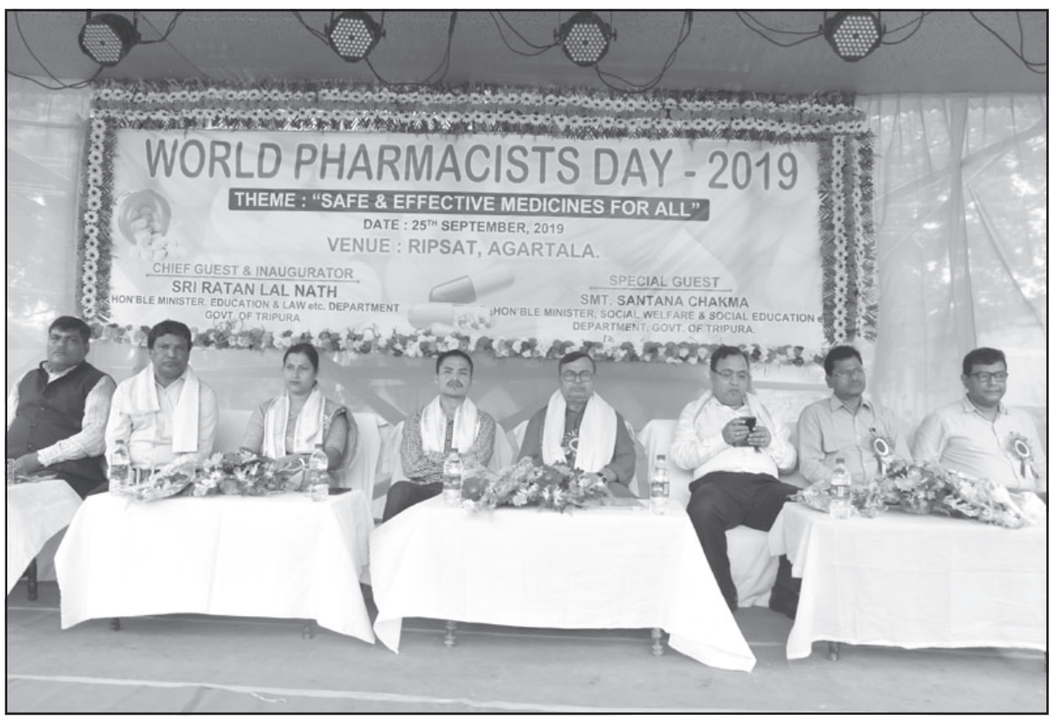

বুধবার বিশ্ব ফামাসিস্ট ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

অজ্ঞাত কারণে দু'মাস থেকে অক্সিজেন এবং ওষুধ ছাড়া চলছে ১০০ শয্যার হাফলং সরকারি হাসপাতাল

হাফলং (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত দু'মাস থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ছাড়াই চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতাল। ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাফলং সরকারি হাসপাতালে গত দু'মাস থেকে বিনামূল্যের ওষুধ এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার রোগীরা পাচ্ছেন না, স্বীকার করেছেন খোদ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. কল্পনা কেম্প্রাই। হাসপাতাল সুপার ডা. কেম্প্রাই জানান, চাহিদা অনুযায়ী ওষুধের জন্য বার বার ইন্ডেন্ট পাঠিয়েও মিলছে না। তবে কী কারণে এই সমস্যা হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু না বলে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের যুগ্মঅধিকর্তা ডিডিএসএম ভালো বলতে পারবেন। তবে ডা. কল্পনা কেম্প্রাই বলেন, আগে এই সমস্যা ছিল না। গত দুমাস থেকে ওষধ ও অক্সিজেন সিলিন্ডারের সমস্যা দেখা দিয়েছে।
এখানেই শেষ নয়, স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে রাজ্যের মধ্যে প্রথম পুরস্কাররপ্রাপ্ত হাফলং সরকারি হাসপাতালে জলের সমস্যা রয়েছে বলেও অভিযোগ রোগীদের।
জলের সমস্যায় হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আগত রোগীদের মধ্যে। জলের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের সুপার ডা. কেম্প্রাইয়ের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাফলং সরকারি হাসপাতালে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের পক্ষ থেকে জল সরবরাহ করা হয় না। বোরিঙের মাধ্যমে জল তোলা হয়। আর এই জলই পুরো হাসপাতালে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু গত এক সপ্তাহ থেকে যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন বোরিঙের তুলতে না পারায় হাসপাতালে জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতে সমস্যায় পড়েছেন হাফলং হাসপাতালের রোগীরা। তবে শীঘ্রই জলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. কল্পনা কেম্প্রাই।

হরিয়ানায় অটো-রিক্সায় ধাক্কা তেলের ট্যাঙ্কারের, মিলিটারি একাডেমির ক্যাডার-সহ মৃত্যু ৯ জনের

জিন্দ (হরিয়ানা), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সেনাবাহিনীর রিক্রুইটমেন্ট ড্রাইভ থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা! হরিয়ানার জিন্দ শহরের উপকণ্ঠে যাত্রীবোঝাই অটো-রিক্সায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি তেলের ট্যাঙ্কার। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অটো-রিক্সার আরোহী ৯ জন যাত্রীর। সৌভাগ্যবশত একজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।
অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজন মিলিটারি একাডেমির ক্যাডার। মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জিন্দ শহরের উপকণ্ঠে জিন্দ-হিসার রোডের উপর রামরাই গ্রামের কাছে।
পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে সেনাবাহিনীর রিক্রুইটমেন্ট ড্রাইভ থেকে অটো-রিক্সায় চেপে ফিরছিলেন তাঁরা।
রামরাই গ্রামের কাছে একটি তেলের ট্যাঙ্কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো-রিক্সায় ধাক্কা মারে। জোরালো সংঘর্ষের জেরে অটো-রিক্সাটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়।
অকালেই মৃত্যু হয়েছে মিলিটারি একাডেমির ক্যাডার-সহ ৯ জনের। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মিলিটারি একাডেমির ক্যাডার ছিলেন। একাডেমিকেও অবহিত করা হয়েছে। মৃতদের নাম হল-রবীন, মঙ্গল, সঞ্জয়, সুমিত, সঞ্জয়, দীপক, ভরত, অমিত এবং প্রবীণ।

এনআরসি হলে মনোজ তিওয়ারিকেই সর্বপ্রথম দিল্লি ছাড়তে হবে : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে মহিলা সাংবাদিকের ওপর হামলার পর অনুপ্রবেশকারীদের সেই ঘটনার জন্য দায়ী করে দিল্লিতে রাজ্য বিজেপির প্রধান মনোজ তিওয়ারি বলেছিলেন, 'রাজধানীর অবস্থা এতটাই খারাপ যে অনুপ্রবেশকারীরা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। বেআইনি শরণার্থীরা এখানে ভিড় করছে, তারাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। তাই শীঘ্রই দিল্লিতে এনআরসি প্রয়োজন।' এবার তাঁর সেই মন্তব্যেরই কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লিতে এনআরসি হলে মনোজ তিওয়ারিকেই সর্বপ্রথম দিল্লি ছাড়তে হবে, বুধবার এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই অসমে এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি)-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গেও হতে পারে এনআরসি। প্রসঙ্গত, শুধু মনোজ তিওয়ারিই নন, লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন গোটা দেশ থেকে "শরণার্থী উচ্ছেদ"-এর বার্তা দিয়েছিলেন খোদ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহও। যদিও এভাবে বেআইনি উদ্বাস্তুদের আদৌ দেশছাড়া করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে বিভিন্ন মহলে। এবার রাজধানীতেও এনআরসি চালু করা নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির মন্তব্যের বিরোধিতা করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠকে পাল্টা জানান, 'দিল্লিতে যদি এনআরসি চালু হয়, সবার প্রথম মনোজ তিওয়ারিকেই দিল্লি ছাড়তে হবে।'

স্বামী চিন্ময়ানন্দ মামলায় নতুন মোড়! অভিযোগকারিণীকেই গ্রেফতার করল সিট

শাহজাহানপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): স্বামী চিন্ময়ানন্দ মামলায় এবার নতুন মোড়ঊ অভিযোগকারিণী আইনের ছাত্রীকেই এবার গ্রেফতার করল উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)ঊ অভিযোগকারিণী আইনের ছাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্বামী চিন্ময়ানন্দের কাছ তোলাবাজির চেষ্টা করেছে ওই তরুণীঊ বুধবার সকালে বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয় ওই তরুণীকেঊ ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, বিশেষ তদন্তকারী দল কার্যত জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছে তাঁদের মেয়েকেঊ সিট সূত্রের খবর, গ্রেফতার করার পরই ওই তরুণীকে প্রথমে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়ঊ মেডিক্যাল পরীক্ষা শেষে ওই আইনের ছাত্রীকে স্থানীয় আদালতে তোলা হয়ঊ আদালতে তোলা হলে ওই তরুণীকে ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।
উত্তর প্রদেশ ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) ওসি সিং জানিয়েছেন, তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে স্বামী চিন্ময়ানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ওই আইনের ছাত্রীকেউ প্রসঙ্গত, ওই তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতেই, যৌন নিগ্রহ ও অপহরণ মামলায় প্রবীণ বিজেপি নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছিল সিটঊ গত ২৪ আগস্ট চিন্ময়ানন্দের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এনেছিলেন ওই ছাত্রীঊ

ছয়ের পাতায়

গোয়ালিয়রে ভেঙে পড়ল মিগ-২১ এয়ারক্রাফ, সুরক্ষিত দু'জন পাইলটই

গোয়ালিয়র, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে রুটিন প্রশিক্ষণের সময় ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি মিগ-২১ ট্রেনার এয়ারক্রাফঊ সৌভাগ্যবশত এই এয়ারক্রাফ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ মিগ-২১ ট্রেনার এয়ারক্রাফ মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই এয়ারক্রাফ থেকে বেরিয়ে আসেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এবং স্কোয়াড্রন লিডার।
কী কারণে এই বিপত্তি, তা জানতে ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় বায়ুসেনা সূত্রের খবর, গোয়ালিয়র-এ ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানঘাঁটি থেকে রুটিন প্রশিক্ষণের জন্য উড়েছিল মিগ-২১ এয়ারক্রাফঊ বুধবার সকাল দশটা নাগাদ এয়ারবেস থেকে দূরে, কৃষিজমিতে ভেঙে পড়ে মিগ-২১ এয়ারক্রাফঊ মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই মিগ-২১ ট্রেনার এয়ারক্রাফে আগুন ধরে যায়ঊ তবে, মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই এয়ারক্রাফ থেকে বেরিয়ে আসেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এবং স্কোয়াড্রন লিডারঊ দু'জনই সুরক্ষিত আছেন।

জম্মু ও কাশ্মীর লাগোয়া বায়ুসেনা ঘাঁটিতে জইশ সন্ত্রাসবাদীদের হামলার আশঙ্কা, শ্রীনগর-পাঠানকোটে জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর লাগোয়া বিভিন্ন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সন্ত্রাসবাদীরাঊ প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সন্ত্রাসবাদীদের একটি মডিউলঊ ওই মডিউলের ৮-১০ জন জইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসবাদী বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আত্মঘাতী হামলার চালানোর জন্য পরিকল্পনা করছেঊ গোয়েন্দা সূত্রে এই হামলার খবর পাওয়ার পরই জম্মু ও কাশ্মীর লাগোয়া বিভিন্ন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে সতর্কতা জারি করা হয়েছেঊ বিশেষ করে শ্রীনগর, অবন্তিপোরা, জম্মু, পাঠানকোট ও হিন্দোন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছেঊ
বুধবার শীর্ষস্থানীয় সরকারি সূত্রের খবর, জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সন্ত্রাসবাদীদের একটি মডিউল সম্পর্কে সতর্ক করেছে গোয়েন্দা বিভাগঊ ওই মডিউল জম্মু ও কাশ্মীর লাগোয়া বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারেঊ তাই শ্রীনগর, অবন্তিপোরা, জম্মু, পাঠানকোট, হিন্দোন প্রভৃতি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে উচ্চ সতর্কতা (অরেঞ্জ অ্যালার্ট) জারি করা হয়েছেঊ সর্বক্ষণ গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে শীর্ষ আধিকারিকদেরঊ জইশ সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি বুঝতে পারা মাত্রই উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

উন্নাও-তদন্তে আরও সময়, সিবিআই-কে অতিরিক্ত ১৫ দিন সময় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উন্নাও মামলায় গাড়ি দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ করার জন্য ফের অতিরিক্ত সময় পেল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)ঊ বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপক গুপ্তা ও বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর বেঞ্চের সামনে গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্ত শেষ করার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছিল সিবিআইঊ সিবিআই-এর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্টঊ উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলায় অতিরিক্ত ১৫ দিন সময় পেল সিবিআইঊ এই প্রথম নয়, এর আগেও সিবিআই-কে অতিরিক্ত

ছয়ের পাতায়

কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুত কিশোর দল থেকে পদত্যাগ নিয়ে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বুধবার আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জন অনুষ্ঠানে আয়োজিত র‍্যালি। ছবি- নিজস্ব।

দেশের পুনর্নির্মাণই ছিল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে মানবতার সত্য উপাসক, আশ্চর্য সংগঠক ও অনুপ্রেরণা উৎসহ হিসাবে অভিহিত করে স্মরণ করেছেন। পাশাপাশি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রতিকৃতিতে মালা দিয়েও শ্রদ্ধা জানান তিনি।
এ উপলক্ষ্যে অমিত শাহ এক টুইটবার্তায় লিখেছেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে যুগদ্রষ্টা ছিলেন। তাঁর দর্শন এবং আদর্শ দেশকে একটি বিকল্প আদর্শ দেওয়ার পক্ষে কাজ করেছিল। দেশের পুনর্নির্মাণ এবং ভারতের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনাই তাঁর আদর্শের মূলে ছিল।
বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, দীনদয়াল বলেছিলেন যে দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে উন্নয়ন না নিয়ে গেলে দেশের স্বাধীনতার কোনও অর্থ থাকে না। অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, দীনদয়াল উপাধ্যায় তপস্বীর মতো জীবনযাপন করতেন ও তার আদর্শের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু দেশভক্ত জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের জন্য জীবনকে উৎসর্গকৃত করেছিলেন।
অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিজেপিকর্মী হিসাবে আজ আমরা গর্বিত যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত পাঁচ বছর ধরে দরিদ্রদের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে গিয়েছে। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ পূরণ করে দেখিয়েছে।
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিকে মাল্যদান করেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একজন প্রখর জাতীয়তাবাদী এবং অনন্য সংগঠক যিনি দেশকে অন্ত্যোদয় এবং একাত্ম মানবতাবাদের দর্শন দেখিয়েছিলেন। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে আমরা সকলকে অন্ত্যোদয়ের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে "সবক সাথ, সবকা বিকাশ" মন্ত্রটি গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণের সেবা করতে হবে এবং সংগঠনের পক্ষে কাজ করতে হবে।

'স্বনির্ভর' সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী : নিউইয়র্কে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বর্তমানে গণতন্ত্রের পরিভাষা সীমিত অর্থেই থেকে গিয়েছে, অর্থাতজনগণ নিজেদের পছন্দ মতো সরকারকে নির্বাচিত করবে এবং জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরকার কাজ করবেঊ কিন্তু, গণতন্ত্রের প্রকৃতশক্তির উপর জোর দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীঊ 'স্বনির্ভর' সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীঊ গান্ধীজী এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র সরকারের উপরই নির্ভরীল থাকবে না, বরং সাবলম্বী হয়ে উঠবেঊ মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দফতরে আয়োজিত 'আজকের যুগে মহাত্মা গান্ধীর প্রাসঙ্গকিতা' শীর্ষক বিষয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দফতরে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'গান্ধীজী ভারতীয় ছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্রই ভারতের ছিলেন নাঊ এই মঞ্চ সেটাই জানান দিচ্ছেঊ আমরা কল্পনা করতে পারি, গান্ধীজী যাঁদের সঙ্গে কখনই সাক্ষাতকরেননি, তাঁরাও গান্ধীজীর জীবনীর দ্বারা প্রভাবিতঊ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র হোক অথবা নেলসন ম্যান্ডেলা, তাঁদের নীতি এবং আদর্শ মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির উপরই নির্ভরশীল ছিলঊ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, "গান্ধীজী কখনই নিজের জীবনীর দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেননিঊ অথচ গান্ধীজীর জীবনী অনুপ্রেরণার উত হয়ে উঠেছেঊ 'কীভাবে প্রভাবিত করব' আমরা এমনই একটি যুগে বসবাস করছি, কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'কীভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়ঊ'
প্রসঙ্গত, নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দফতরে 'আজকের যুগে মহাত্মা গান্ধীর প্রাসঙ্গকিতা' শীর্ষক বিষয়ে আয়োজিত আলোচনা সভার ফাঁকে 'গান্ধী সোলার পার্ক'-এরও উদ্বোধন করা হয়ঊ উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট-সহ বিশ্ব নেতারাঊ এছাড়াও মহাত্মা গান্ধীর ছবি সম্বলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডাকটিকিট চালু করা হয়।

হরিয়ানায় অটো-রিক্সায় ধাক্কা বেপরোয়া তেলের ট্যাঙ্কারের, মিলিটারি একাডেমির ক্যাডার-সহ মৃত্যু ১০ জনের

জিন্দ (হরিয়ানা), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সেনাবাহিনীর রিক্রুইটমেন্ট ড্রাইভ থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা! হরিয়ানার জিন্দ শহরের উপকণ্ঠে যাত্রীবোঝাই অটো-রিক্সায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি তেলের ট্যাঙ্কার। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অটো-রিক্সার আরোহী ১০ জন যাত্রীর। সৌভাগ্যবশত একজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজন মিলিটারি একাডেমির ক্যাডার। মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জিন্দ শহরের উপকণ্ঠে রামরাই গ্রামের কাছে।
পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে সেনাবাহিনীর রিক্রুইটমেন্ট ড্রাইভ থেকে

ছয়ের পাতায়

হাফলঙে ভূমি সংরক্ষণের ডিও ‘মাতাল’ অনুপ ব্রহ্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি কংগ্রেস পারিষদের

হাফলং (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে বিজেপি সরকার যখন দুর্নীতি থেকে শুরু সরকারি অফিসারদের কর্তব্যে গাফালাতির ওপর জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, ঠিক সে সময় ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ে মদ্যপ অবস্থায় সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে দিনের পর দিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের ডিভিশনাল অফিসার অনুপকুমার ব্রহ্ম। সরকারি কার্যালয়ে মদ্যপ অবস্থায় এই আধিকারিককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসা।

২০১৮ সালে হাফলং ভূমি সংরক্ষণ বিভাগে কিছু শূন্য পদে চাকরির জন্য প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। চাকরির জন্য জেলার অনেক প্রার্থী বিভিন্ন পদে আবেদন করার পর প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় অনেক প্রার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার পর হঠাৎ করে এই চাকরির আবেদন বাতিল করে বিভাগীয় তরফে নতুন করে আবার শূন্য পদগুলির জন্য প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কী কারণে ভূমি সংরক্ষণ বিভাগে আবার নতুন করে শূন্য পদগুলিতে চাকরির জন্য প্রার্থীদের নতুন করে আবেদন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল এ-সব জানতে পার্বত্য পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসা হাফলং ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের ডিভিশনাল অফিসার অনুপকুমার ব্রহ্মর কাছে যান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাতাল সরকারি আধিকারিক ব্রহ্ম কোনও কথাই বলতে পারছিলেন না।

নেশাগ্রস্ত এই অফিসার নিজের চেয়ারে বসে একজন জনপ্রতিনিধির সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সে সবও ভুলে যান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন পরিষদ সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসা। পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসা অবিলম্বে ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের মাতাল ডিভিশনাল অফিসার অনুপকুমার ব্রহ্মের বিরুদ্ধে বিভাগীয় স্তরে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন।

গ্রেফতার করল সিট

পাচের পাতার পর

এবার অভিযোগকারিণীকেই গ্রেফতার করল সিটঊ বুধবার সকালে গ্রেফতার করার পরই আদালতে তোলা হয় ওই আইনের ছাত্রীকেঊ জামিনেরও আর্জি জানান ওই তরুণীর আইনজীবীঊ কিন্তু, জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়ে ওই তরুণীকে ১৪ দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত

বিজেপি সরকার

আটের পাতার পর

করেছে তারা? আমরা এনআরসি রিজেক্ট করব না, তবে তার পুনর্যাচাই দাবি করি।’ প্রসঙ্গত, রাজ্যের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব সম্প্রতি করিমগঞ্জে এক সমাবেশে বলেছিলেন, প্রকাশিত এনআরসি জাতির দলিল নয়। ক্যাব আইনে পরিণত হয়ে গেলে এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে পৃথিবীর যে কোনও দেশ থেকে ভারতবর্ষে আশ্রিত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হিমন্তের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে তরুণ গগৈ আজ তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে ‘হাউডি মোদী’ অনুষ্ঠানকেও কটাক্ষ করেছেন গগৈ। বলেন, ‘দুজনেই ভালো নাটক করেছেন। মোদী অমিতাভ বচ্চনের মতো অভিনয় করেছেন, ট্রাম্প-তো অভিনয়ে আরেক ধাপ ওপরে। ভালো করে জড়িয়ে ধরে দুজনেই মনোরঞ্জনাত্মক অভিনয় করেছেন। ট্রাম্প কিন্তু কম নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মোদীর সঙ্গে আলিঙ্গন করার পরের দিনই। পাকিস্তান সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছে বলে তিনি কিন্তু কখনও সরাসরি বলেননি।’

রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অসমে লরা রাজার শাসন চলছে। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই সরকারের। এরা কেবল কমিশনে ব্যস্ত। পুলিশ আধিকারিকদের সিন্ডিকেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যোরহাট কাণ্ডের মূল অভিযুক্তকে চার্জশিটে সাক্ষী সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনি বিজেপি নেতা বলে।’ রাজ্যে উপনির্বাচনের আচরণবিধি জারি হওয়ার পরও গতকাল সরকার দু-দুটি প্রকল্পে ঘোষণা এবং উদ্বোধন করেছে বলেও সমালোচনা করেছেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শারদ স্মরণিকাকে পুরস্কৃত করবে পাবলিশার্স গিল্ড

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাবের পূজা কমিটি যে শারদ স্মরণিকা প্রকাশ করে থাকেন তার উৎকর্ষ বিবেচনা করে গত প্রায় এক দশক ধরে ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড প্রথম তিনটি স্মরণিকাকে পুরস্কৃত করে আসছে। এবছরও ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড শালদ স্মরণিকা উৎকর্ষ বিবেচনা করে পুরস্কার দেবে। ত্রিপুরার সব পূজো উদ্যোক্তাদের তাদের প্রকাশিত শারদ স্মরণিকার তিনটি করে কপি কর্ণেল চৌমুহনী ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের রেজিস্টার অফিস (ত্রিপুরা দর্পন কার্যালয়) এবং সেন্ট্রাল রোডস্থিত বিবেকানন্দ মার্কেটস্টলস্থিত পাবলিশার্স গিল্ডের সিটি অফিসে প্রতিদিন বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে ছয়টার মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ২৫ অক্টোবর। গিল্ডের সম্পাদক রঘুনাথ সরকার এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মজুরির

● প্রথম পাতার পর

দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা পর মাতাবাড়ি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌছে সমস্যা সমাধানের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলে পথ অবরোধ উঠে। স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

নয়া দল

● প্রথম পাতার পর

তিনি। তাঁর দাবি, আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে প্রচুর কংগ্রেস কর্মকর্তা দল ছেড়ে দেবেন। তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই নতুন দল গঠন করার চিন্তাভাবনা চলছে। কংগ্রেস ছাড়লেও রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছি না, সে কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিদ্রোহী নেতারা।

যুব মোর্চার

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে এই র‍্যালি সংগঠিত করা হবে। পাশাপাশি গত দেড় বছরে রাজ্য সরকার জনকল্যানমুখী যেসব কর্মসূচী রাস্তবায়িত করেছে সেজন্য র‍্যালি থেকে রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানানো হবে। বুধবার যুবমোর্চায় প্রদেশ সভাপতি টিংকু রায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান।

আরবিআই-এর

আটের পাতার পর

জানিয়েছেন, ‘আরবিআই বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দিতে চলেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছেঊ পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক (পিএসইউ) বন্ধ হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে নাঊ বরং গ্রাহকদের আরও ভালভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির সংস্কারে জোর দিয়েছে সরকার।’

প্রসঙ্গত, গত ৩০ আগস্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তির ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণঊ ১০টি ব্যাঙ্ক একত্রিত করে চারটি ব্যাঙ্কে পরিণত হবেঊ পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, এই তিনটি ব্যাঙ্ক একত্রিত হয়ে উন্নীত হবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক (পিএসইউ) হিসেবেঊ সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে কানাড়া ব্যাঙ্ক, উন্নীত হতে চলেছে চতুর্থ দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক হিসেবেঊ এছাড়াও কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক এবং অন্ধ্র ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াঊ উন্নীত হতে চলেছে পঞ্চম বৃহত্তম ব্যাঙ্ক হিসেবেঊ এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ও ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক মিশে হতে চলেছে দেশের সপ্তম বৃহত্তম ব্যাঙ্ক।

১০ জনের

পাচের পাতার পর

অটো-রিক্সায় চেপে ফিরছিলেন তাঁরা। রামরাই গ্রামের কাছে একটি তেলের ট্যাঙ্কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো-রিক্সায় ধাক্কা মারে। জোরালো সংঘর্ষের জেরে অটো-রিক্সাটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। অকালেই মৃত্যু হয়েছে মিলিটারি একাডেমির ক্যাডার-সহ ১০ জনের। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মিলিটারি একাডেমির ক্যাডার ছিলেন। একাডেমিকেও অবহিত করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট

পাচের পাতার পর

সময় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৮ জুলাই উন্নাওয়ের ধর্ষিতা, তাঁর আইনজীবী এবং পরিবারের সদস্যারা যখন রায়বরেলি অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন একটি ট্রাক তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারেঊ নির্যাতিতার দুই আত্মীয় মারা যানঊ গুরুতর আহত অবস্থায় উন্নাও ধর্ষিতা চিকিতাধীন ছিলেন দিল্লির এইমস-এঊ মঙ্গলবার গভীর রাতেই দিল্লির এইমস থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় উন্নাও নিগৃহীতাকেঊ তবে, তাঁর আইনজীবী এখনও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এইমস-এ চিকিতাধীন রয়েছেনঊ

গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্ত শেষ করার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়ে বুধবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাঊ বিচারপতি দীপক গুপ্তা ও বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর বেঞ্চে তিনি আবেদন জানান, আইনজীবীর এখনও জ্ঞান ফেরেনিঊ তাঁর বয়ান এখনও রেকর্ড করা হয়নিঊ তাই তদন্ত শেষ করার জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হোকঊ সিবিআই-এর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্টঊ উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলায় অতিরিক্ত ১৫ দিন সময় পেল সিবিআই।

কর্মকর্তাকে নোটিশ

তিনের পাতার পর

এ ঘটনায় গুজব ছড়ায়, সম্প্রতি ঢাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের ভয়ে কেউ হয়ত অবৈধ টাকা নষ্ট করেছে। ফলে বিলের মধ্যে নোটের বস্তা থাকতে পারে- এই ধারণা থেকে কয়েকজন পানিতে নেমে ডুব দিয়ে টাকা খুঁজতে শুরু করেন। কিন্তু পানিতেও ওই টুকরো টাকাই মেলে।অনেকে সেই টুকরো টাকা হাতে করে, লুঙ্গিতে ভরে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকাল থেকে চলা এই উত্তেজনার অবসান ঘটে দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুলিশ তথ্য পাওয়ার পর।বগুড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জগন্নাথ ঘোষ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, নষ্ট হয়ে যাওয়া বা বাতিল টাকার নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী নষ্ট করে ফেলা হয়।আগে এসব নোট পুড়িয়ে ফেলা হত। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর বলেছে, তাতে পরিবেশ দূষণ ঘটে। তাই এখন ১০০ থেকে ১০০০ টাকার নোট মেশিনে কুচি কুচি করে কেটে ফেলা হয়। পরে আমরা তা পৌরসভার মাধ্যমে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

আবার পেছাল

তিনের পাতার পর

একাধিক পাসপোর্ট করার ঘটনা দেখা যায়।এর পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক ভোগান্তি কমাতে এবং একজনের নামে একাধিক পাসপোর্ট করার প্রবণতা বন্ধ করতে ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) চালু করতে উদ্যোগী হয় সরকার। গত বছরের ২১ জুন প্রকল্পটি একনেকের সায় পায়।ই-পাসপোর্ট নামে পরিচিত বায়োমেট্রিক পাসপোর্টে স্মার্ট কার্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যাতে মাইক্রোপ্রসেসর চিপ এবং অ্যান্টেনা বসানো থাকে। এ পাসপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাসপোর্টের ডেটা পেইজ এবং চিপে সংরক্ষিত থাকে।এ প্রকল্প বাস্তবায়নে গত বছরের জুলাইয়ে জার্মান কোম্পানি ভেরিডোসের সঙ্গে চুক্তি করে পাসপোর্ট ও বহির্গমন অধিদপ্তর। সোয়া ৩ হাজার কোটি টাকায় বাংলাদেশকে ই-পাসপোর্ট ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করছে তারা।ওই টাকায় প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশকে ২০ লাখ পাসপোর্ট বুকলেট, ২ কোটি ৮০ লাখ পাসপোর্ট তৈরির সরঞ্জাম, আনুষঙ্গিক হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ১০ বছর রক্ষণাবেক্ষণ সেবা দেবে।

সিয়াচেন হিমবাহ থেকে ১৩০ টন কঠিন বর্জ্য সাফ করেছে সেনা : পর্যটন স্থল হিসাবে সাধারণের জন্য খোলার উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাস থেকে এবার সিয়াচেন হিমবাহকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল ভারতীয় সেনা। সিয়াচেন থেকে ১৩০ টন কঠিন বর্জ্য সাফ করেছেন সেনা জওয়ানরা। অন্যদিকে, বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক এই যুদ্ধক্ষেত্রকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার বিষয়েও কথাবার্তা চলছে। মঙ্গলবারই একথা জানিয়ে সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত বলেছিলেন, ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য শীঘ্রই খুলে দেওয়া হতে পারে সিয়াচেন হিমবাহ। সংবিধানের ৩৭০ ধারা খারিজ হওয়ার পরই লাদাখ-কে কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে কেন্দ্র। তারপর থেকেই লাদাখের অন্তর্গত সিয়াচেন হিমবাহ পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে ভারতীয় সেনা।

সেনা সূত্রের খবর, ১৯৮৪ সাল থেকেই ভারতীয় সেনা মোতায়েন রয়েছে কারাকোরাম পর্বতমালার অন্তর্গত সিয়াচেন হিমবাহে। সেনা মোতায়েন থাকায় সেখানে বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়। গোটা এলাকাকে দূষণমুক্ত করতে দেড় বছর ধরেই কাজ করছে সেনা। এখনও পর্যন্ত ১৩০.১৮ টন কঠিন বর্জ্য সরিয়েছেন জওয়ানরা। সিয়াচেন স্বচ্ছতা অভিযান প্রকল্পে এই দূষণ মুক্তির কাজ চলছে। সমুদ্রতল থেকে ২০,০০০ ফুট ওপরে অবস্থিত সিয়াচেন হিমবাহ বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র। পদে পদে ধস এবং বরফের খাদ এখানে শত্রুর বুলেটের থেকেও মারাত্মক। মাইনাস ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এখানে কাজ করতে হয় সেনাবাহিনীকে। গত ১০ বছরে ১৬৩ জন সেনা জওয়ানকে সিয়াচেনে হারিয়েছে ভারতীয় সেনা।

দলবদ্ধ

● প্রথম পাতার পর

বাইক কিনেছিল পুলিশ। কিন্তু, আদৌ তারা নজরদারি চালান কিনা সেই প্রশ্নই এখন ঘুরে-ফিরে উঠছে। নির্যাতিতার জবানবন্দি অনুযায়ী, গতকাল রাতে একাধিক স্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে। অথচ, পুলিশের চোখে সেই ঘটনা ধরা পড়েনি, তা আশ্চর্যজনক মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

এদিনের ধর্ষণের ঘটনাকে ঘিরে শাসক ও বিরোধী উভয় দল ময়দানে নেমে পড়েছে। রাজনৈতিক ফায়দা যাতে কোনও পক্ষই নিতে না পারে সেই চেষ্টায় রয়েছেন সকলেই। এদিন, পুলিশের এডিজির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন বিধায়িকা কল্যাণী রায়, মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত। তাছাড়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, বিধায়ক বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে গিয়ে চিকিৎসাধীন ওই গৃহবধূর সাথে দেখা করেন। ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন। এদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি জানান, আগামীকাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই গৃহবধূকে দেখতে যাবেন এবং ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্বের বাজারে যখন মন্দা চলছে তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কর্পোরেট কর হ্রাস করার মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাতে বিদেশি কোম্পানীগুলি ভারতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবেন। এরফলে উপকৃত হবেন ভারতের জনগণ। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে ৭ থেকে ৮ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাজারে আসবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ এক নতুন দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ দর্শনকে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যখন এই আদর্শ পৌঁছে যাবে তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত বা সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অক্টোবর

● প্রথম পাতার পর

ওই রুটে। তবে, একমাস অন্তর সপ্তাহে একদিন করে বাড়বে বিমান যাতায়াত। ওই আধিকারিকের কথায়, ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহে ৩ দিন আগরতলা-ইমফল রুটে বিমান যাতায়াত করবে।

ধারণা করা হচ্ছে, এয়ার এশিয়ার বিমান পরিষেবা ত্রিপুরায় শুরু হলে বিমানের টিকিট সংকট কিছুটা কমবে। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আগরতলায় বিমান পরিষেবা শুরু করার অনুমতি দিয়েছে। তাছাড়া, আগরতলায় বিমান পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

শহরে

● প্রথম পাতার পর

করে। র‍্যালিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০১৭ সালের পর থেকে রাজ্যের কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। ছাত্রস্বার্থে এবং কলেজগুলির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ র‍্যালি শেষে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি তুলে দেয়।

শরদ পাওয়ার

আটের পাতার পর

২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টো নাগাদ ইডি দফতরে যাব। তদন্তে সমস্ত রকমের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি নিজের আস্থা প্রকাশ করে শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, দেশের সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল। কোনও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালন কমিটিতে যে ছিলেন না তা সাফ জানিয়ে দেন তিনি। আগামী এক মাসে নির্বাচনের প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকবেন তাই শুক্রবারই তিনি ইডির মুখোমুখি হবেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক মামলায় শরদ পাওয়ারের পাশাপাশি অজিত পাওয়ার, দিলীপরাও দেশমুখ, ঈশ্বর লাল জৈন, আনন্দ রাও আন্দসুলদের নাম রয়েছে।

ফিরছে কাশ্মীর

আটের পাতার পর

বুধবার কাশ্মীর উপত্যকার বেশিরভাগ অঞ্চলে দিনের বেলায় কোনও বিধিনিষেধ নেই। কোনও রকমের বাধা সম্মুখীন না হয়েই সাধারণ মানুষ বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারছে। ছোট থেকে শুরু করে বড় দোকানগুলি খোলা রয়েছে। হকাররা রাস্তার ধারে নিজেদের পণ্য সাজিয়ে বিক্রিতে ব্যস্ত। বিভিন্ন মান্ডিগুলিও প্রচুর ভিড় দেখতে পাওয়া গিয়েছে। লোকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। অফিসগুলিতে উপস্থিতিও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। শ্রীনগর সহ আরও কয়েকটি শহরে মোবাইল পরিষেবা পুনরুদ্ধারের দিকে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। জম্মু ও কাশ্মীরে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা এখনও বন্ধ রয়েছে। সমস্ত সংবেদনশীল স্থানে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি আগে হুরিয়াত সহ বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি ধর্মঘটের ডাক দিত। যার জেরে ব্যাহত হত সাধারণ জীবনযাপন। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি পর এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।

আয়ুষ্মান ত্রিপুরা, আগামী মার্চের মধ্যে ই-কার্ড প্রদানের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গরিব জনগণের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এ-কথা দৃঢ়তার সাথে বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। তাই ওই যোজনার অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের সমস্ত সুবিধাভোগীদের আগামী ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে ই-কার্ড প্রদান করার জন্য স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের আয়ুষ্মান ত্রিপুরা প্রকল্পে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার সুবিধাভোগীদেরও ২০২২ সালের মার্চের মধ্যে ই-কার্ড প্রদান করতে স্বাস্থ্য দফতরকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, আজ প্রজ্ঞাভবনে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আয়ুষ্মান ভারত দিবসের রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সবচাইতে বড় স্বাস্থ্য যোজনা আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সূচনা করেছিলেন। এই যোজনাটি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গরিব জনগণের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁর দাবি, দেশের গরিব অংশের জনগণ যাতে সুস্থ থাকেন সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছিল। শুধু আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনাই নয়, প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত গরিবদের জন্য যে সকল প্রকল্পের সূচনা করেছেন সেগুলোয় ইতিমধ্যেই সাফল্য এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে শুধুমাত্র রোগীরাই উপকৃত হবেন এমন নয়, রাজ্যের হাসপাতালগুলি এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যগুলিতে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে। কিন্তু হাসপাতালের সঠিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয় রাজ্য সরকারকে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা সম্ভব হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মানুষ তার ভালো কাজের মাধ্যমেই সমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে মানসিকভাবে শান্তিও লাভ করা যায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিও নিঃস্বার্থভাবে গরিবদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এরই অঙ্গ হিসেবে সম্প্রতি ত্রিপুরায় অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যানসার হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়েছে। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১২০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ক্যানসার হাসপাতালে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে। যাতে রাজ্যের ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনাকে আরও সফল করার লক্ষ্যে ডাক্তার, বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ সকলকেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী দেব।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্য দফতরের সচিব ড় দেবাশিস বসু বলেন, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার দুটি স্তম্ভ রয়েছে। একটি হল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপন এবং অপরটি প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে গরিব পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য পরিবারপিছু বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সহায়তা প্রদান। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১,০২০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এরমধ্যে ৩০০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে রূপান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলিতে রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতির কার্যনির্বাহী সচিব অদিতি মজুমদার বলেন, আয়ুষ্মান ভারত দিবস উদযাপনের পাশাপাশি সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আয়ুষ্মান ভারত পক্ষকাল পালন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ ৫৭ হাজার সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এর মধ্যে ৫ লক্ষের অধিক সুবিধাভোগীকে ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কর্মসূচিতে রাজ্যের ৬২টি সরকারি হাসপাতাল এবং ২-টি বেসরকারি হাসপাতালকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের তালিকাভুক্ত সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা ১,৫৫১ ধরনের চিকিৎসা এবং অস্ত্রপচারজনিত প্যাকেজের সুবিধা পাচ্ছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন এমন কয়েকজন সুবিধাভোগীর সাথে মত বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মিছিলে

● প্রথম পাতার পর

কষ্ট করে তফশিলি নারী, পুরুষ জমায়েতস্থলে মিলিত হন। কিন্তু আজ মিছিল শুরুর মুহূর্তে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার এসে জানান, মিছিল করা যাবে না, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন তিনি। জোট সরকারের প্রধানের নির্দেশেই পুলিশকে দিয়ে মিছিলটি বন্ধ করানো হয়েছে বলেই মনে করেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপির রাজত্বে সমগ্র দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তফশিলি উপজাতি, তপশিলি জাতি, মহিলাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তফশিলিদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াগুলো পূরণের দাবিতে আজ গণডেপুটেশনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তফশিলি অংশের মানুষকে জোট সরকার কী চোখে দেখে - শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে অনুমতি না দেওয়ার মধ্যে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তোপ দাগেন তিনি। সাথে যোগ করেন, মিছিল করতে না দেওয়ায় সংগঠনের কর্মীরা প্যারাডাইস চৌমুহনিতেই বিক্ষোভ সভায় অংশ নিয়েছেন। এর পর ওই সভা শেষে দুজনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে। তাঁর কথায়, রাজ্যপাল রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। তাই, তাঁর স্থলে সচিব ডেপুটেশন গ্রহণ করেছেন।

এদিকে, সিপিএমের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলিও তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা, নিপীড়নের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে তফশিলিদের ন্যায্য দাবির প্রতি পূর্ণ সংহতি জানাতে জোট সরকারের স্বৈরাচারের নিন্দা করতেও আহ্বান জানিয়েছে সিপিএম।

জালে

● প্রথম পাতার পর

ব্যাপক ধরপাকড়।পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে গোয়েন্দা শাখা ও চোরাইবাড়ি থানার পুলিশ গত কয়দিনে দফায় দফায় অভিযান চালিয়ে মোট ৬ জন দাগি চোরকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়।এদিকে গতকাল জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর কাছে গোপন সূত্রে খবর পান, উত্তর জেলার বিভিন্ন মন্দিরে চুরি কান্ডের অন্যতম অভিযুক্ত হোসেন আহমেদ অসমের শিলচর থেকে বিকল্প সড়ক দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করছে। সেই মোতাবেক বিকল্প সড়কের ঝেরঝেরি নাকা পয়েন্টে পুলিশ সুপারের নির্দেশে গোয়েন্দা শাখার পুলিশ ওৎ পেতে বসে থাকেন।রাত দশটা নাগাদ ঝেরঝেরি নাকা পয়েন্টের গেইট থেকে চুরি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত হোসেন আহমেদ(২৭)কে গ্রেফতার করে পুলিশ।তার বাড়ি ডুপিরবন্ধ লালছড়া এলাকায়।পরে ধৃতের জবানবন্দির ভিত্তিতে আব্দুল করিম(২৯) ও ঝন্টু পাল(৩২)কে পাঁকড়াও করে পুলিশ। তাদের বাড়ি চোরাইবাড়ি থানাধীন শনিছড়া এলাকায়। ধৃতদের বুধবার ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালত তাদের চার দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে। তাদের কাছ থেকে বেশকিছু আপত্তিকর সামগ্রী সহ চুরির কিছু সামগ্রী পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

টেনিসের টুকিটাকি: কেউ ভোলে, কেউ ভোলে না

১. অনেকেই হয়তো জানেন না মার্কিন টেনিস তারকা আন্দ্রে আগাসি একটা অভিনব নজির গড়েছিলেন টেনিস দুনিয়ায়। তিনিই প্রথম গোল্ডেন স্লাম সম্মান জিতেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল এটা আবার কী সম্মান? আসলে তিনি চারটি গ্র্যান্ড স্লাম ছাড়াও অলিম্পিকে টেনিসে সোনা জিতেছিলেন। এটাকেই গোল্ডেন স্লাম বলে। ১৯৭৬ সালের আটলান্টা অলিম্পিকে টেনিস সিংলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি।২. একবার এক বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় মুম্বই এয়ারপোর্টে ছিলেন। এয়ারপোর্টের সাউন্ড সিস্টেমে বহুবার তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়, ”মি. বাট গে” হিসেবে। কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারেননি, ফলে ফ্লাইট মিস করেছিলেন সেই বিখ্যাত তারকা। তাঁর নাম ডোনাল্ড বাজ (ঙ্গদ্রদ্র ঙ্কড্ডত্মত্ত্ব)। এয়ারপোর্টের ঘোষক বাজ”কে ”বাড গে” বলে উচ্চারণ করেছিলেন। ফলে আমেরিকান ওই টেনিস তারকা তা বুঝতেই পারেননি।৩. বিয়নবর্গ বিশ্বের সর্বকালের সেরা টেনিস তারকের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭৩ সালে এই বিয়নবর্গকে প্রথম পরাজিত করেছিলেন রজার টেলর ও ১৯৭৪ সালে মিশরের ইসমাইল এল্সাফি।৪. ছোটবেলায় মোটরগাড়ির প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। তারপর গলফ খেলায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। এর মধ্যে আবার কবিতা লেখাও শুরু করেন। কিছুদিন পর গিটার নিয়ে মেতে ওঠেন। তারপর বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকাও হন। এখন টেনিস ছেড়ে রক ব্যান্ড নিয়ে মেতে বহুমুখী প্রতিভাধর ম্যাটস উইলেন্ডার।৫. ঘটনাটা অনেকের কাছেই অজানা। এক ভদ্রমহিলা তখন অন্তঃসত্ত্বা। ডাক্তার তাঁকে টেনিস খেলতে বারণ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি টেনিস খেলতে নেমেছিলেন। এর ফলে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি হলেন তিনি এবং তিনি এক কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। এই কন্যাসন্তানকেই পরবর্তী কালে টেনিস দুনিয়া চিনল জেনিফার কাপ্রিয়াতি নামে।৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিখ্যাত উইম্বল্ডনে ছিল রেডক্রসের অফিস।৭. এই বিখ্যাত টেনিস তারকা সেনাবাহিনীতে ছিলেন। পাশাপাশি টেনিস অনুশীলনও করতেন। পরে তিনি বিশ্বের এক নম্বর তারকাও হয়েছিলেন। নাম তাঁর স্ট্যান স্মিথ।৮. টেনিস দুনিয়ায় আর্থার অ্যাশ নমস্য ব্যক্তি। এখনও তাঁকে অনেক মানুষ আদর্শ হিসেবে মনে করেন। ১৯৬৯ সাল, ইউএস ওপেন জিতলেন অ্যাশ। কিন্তু আর্থিক পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেন তিনি। সকলেই অবাক। আসলে সেই সময় পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে দেখতেন না আর্থার অ্যাশ। তাই আর্থিক পুরস্কার নিতেও অস্বীকার করেন। তাঁর বদলে সেই আর্থিক পুরস্কার নিয়েছিলেন রানার্স আপ টম ওকার।৯. তিনি একটি দেশের রাজা ছিলেন। একবার টেনিস খেলা দেখে খুব ভাল লেগে যায়। কিন্তু রাজা হয়ে টুর্নামেন্টে খেলবেন কী করে? অবশেষে মি. জি নামে বিভিন্ন টেনিস টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন তিনি। তিনি সুইডেনের রাজা পঞ্চম গুস্তাফ।১০. বাবা ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের নামকরা ফুটবলার। একডাকে সারা বিশ্ব তাঁকে প্রণাম জানায়। কিন্তু তাঁর ছেলে ফুটবলের পাঠ নেননি। বরং টেনিসকেই বেছে নেন তিনি। ১৯৬২ সালে জুনিয়র উইম্বলডন খেতাব জেতেন তিনি। তাঁর নাম জুনিয়র স্ট্যানলি ম্যাথুস।

আইসিসি টি-২০ ব্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি কোহলি-ধাওয়ানের, ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষে রোহিত

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০তে অনবদ্য পারফরম্যান্সের সুফল পেলেন বিরাট কোহলি। আইসিসি টি-২০ ব্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হল ভারত অধিনায়কের। একই সঙ্গে তিন ধাপ উপরে উঠলেন শিখর ধাওয়ানও। তবে, ভারতীয়দের মধ্যে এখনও শীর্ষে আছেন রোহিত শর্মা। বিশ্ব ব্যাঙ্কিংয়ে তিনি অষ্টম স্থানে। এদিকে, রোহিতের পরই ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে লোকেশ রাহুল।দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০তে ৭২ রানের ইনিংস খেলেন বিরাট। যার ফলে, তাঁর রেটিং পয়েন্ট বেশ খানিকটা বেড়েছে। আপাতত তিনি রয়েছেন একাদশ স্থানে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৫৯। অন্যদিকে, শিখর ধাওয়ান প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচেই ভাল খেলেছেন। যার ফলে তিনধাপ উন্নতি হয়েছে তাঁর। আপাতত ১৩ তম স্থানে টিম ইন্ডিয়ার ”গব্বর”। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৩৯। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে খুব একটা ভাল না খেললেও ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন রোহিত শর্মা। বিশ্ব ব্যাঙ্কিংয়ে যুগ্মভাগে অষ্টম স্থানে রয়েছেন রোহিত শর্মা। তাঁর সংগ্রহ ৬৬৪ রেটিং পয়েন্ট। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস। টি-টোয়েন্টিতে প্রথম দশে রয়েছেন আরেক ভারতীয়। তিনি লোকেশ রাহুল। ৬৬২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে রয়েছেন তিনি। এদিকে, টি-টোয়েন্টিতে এই মুহূর্তে শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। দ্বিতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ডের কলিন মুনরো। তবে, সবাইকে চমকে দিয়ে তালিকায় পঞ্চম স্থানে আছেন আ ফ গা নি স্ত া নে র হজরতউল্লাহ।অন্যদিকে, আইসিসি টি-২০ ব্যাঙ্কিংয়ে বোলারদের তালিকায় প্রথম দশে নেই কোনও ভারতীয়। টিম ইন্ডিয়ার বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যাঙ্ক কুলদীপ যাদবের। তিনি রয়েছেন ১৪ তম স্থানে। ভুবনেশ্বর কুমার ২৩ তম এবং জশপ্রীত বুমরাহ আছেন ৩১ তম স্থানে। ক্রুণাল পাণ্ডিয়া আছেন ২৭ তম স্থানে। অলরাউন্ডারদের তালিকাতেও প্রথম দশের ধারেকাছে নেই কোনও ভারতীয় তারকা। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হার্দিক পাণ্ডিয়ার অনুপস্থিতিই তার কারণ বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল।

ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে পরের বছরেই খেলবে ভারত

গত বছরেই বিশ্বকাপে মাতিয়ে দিয়েছিল ইভান রাকিটিচ, পেরিসিচ, লুকা মদ্রিচদের ক্রোয়েশিয়া। বিশ্বকাপের রানার্স আপ ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধেই এবার মুখোমুখি ফুটবল যুদ্ধে নামতে পারে ভারত। এমনই সম্ভবনা তৈরি হয়েছে। সর্বভারতীয় প্রচারমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ক্রোয়েশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে এক বৈঠক করে। সেখানেই দুই দেশের সম্ভাব্য ফ্রেন্ডলি ম্যাচের প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরে মার্চের ২৩ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত এই ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে।টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এআইএফএফ-এর সাধারণ সচিব কুশল দাস ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে গিয়েছিলেন ক্রোয়েশিয়া ফুটবল ফেডারেশন প্রধান দাভর সুকেরের সঙ্গে আলোচনা সারতে। বর্তমান জাতীয় দলের কোচ ইগর স্টিম্যাচও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।তে-কাঠির নিচে আগুন জ্বালালেন গুরপ্রীত, কাতারকে রুখে কী বলছেন দেশের নায়ক?সংবাদমাধ্যমে কুশল দাস বলেন, ”ভারত বনাম ক্রোয়েশিয়ার ফুটবল ম্যাচ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তবে নভেম্বরে পরবর্তী বৈঠকে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।” ১৯৯৮ সালে ক্রোয়েশিয়ার যে দল বিশ্বকাপের শেষ চারে উঠেছিল, সেই দলে দাভর সুকেরের সতীর্থ ছিলেন ইগর স্টিম্যাচ। সুকের আবার সেই বছরেই গোল্ডেন বল পেয়েছিলেন। ভারত-ক্রোয়েশিয়ার সম্ভাব্য ফুটবল ম্যাচের অনুঘটক হচ্ছেন এই স্টিম্যাচই।ধুম জ্বর ছেত্রীর, কাতারের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত ভারত অধিনায়কভারতের কোচ হয়ে আসার পরে স্টিম্যাচ ফেডারেশন কর্তাদের আরও বেশি আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা বলেছেন। তারপরেই ফেডারেশনের তরফে প্রীতি ম্যাচ নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর আগে চিনের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলে ভারত গোলশূন্য ড্র করেছিল।

Press Notice Inviting e -tender NO. 04/ EE/NH-DIV/ PWD INHUKGT/2019-20 Dt. 20/09/2019

The Executive Engineer, PWD(NH), NH Division, Kumarghat, Unokoti, Tripura invites on behalf of the Dv e mor of Tripura' sealed **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise d eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with VD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 15.00Hrs. on **16.10.2019** for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1.	DNIT No: 09/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	21,17,051.00	21,171.00	120(One hundred twenty) days
2.	DNIT No: 10/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	24,13,499.00	24,135.00	120(One hundred twenty) days
3.	DNIT No: 11/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	24,26,015.00	24,260.00	120(One hundred twenty) days
4.	DNIT No: 12/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	24,26,540.00	24,265.00	180(One hundred eighty) days
5.	DNIT No: 13/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	24,24,240.00	24,242.00	120(One hundred twenty) days
6.	DNIT No: 14/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	24,25,372.00	24,254.00	120(One hundred twenty) days
7.	DNIT No: 15/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	20,60,675.00	20,607.00	120(One hundred twenty) days
8.	DNIT No: 16/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	19,76,827.00	19,768.00	120(One hundred twenty) days
9.	DNIT No: 17/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	19,64,359.00	19,644.00	120(One hundred twenty) days

The last date and time for documents downloading and bidding is on **16.10.2019 up to** 3:00PM. The bids will be pened on **17.10.2019** at 11:00 A.M. if possible.
For details please visit: https://tripuratenders.gov.in
(Er. A. Kr. Das)

ICA/C-1177/19

Executive Engineer
NH Division, PWD(NH)
Kumarghat, Unakoti Tripura

অফ দ্য রেকর্ড ক্রিকেট খেলার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল রবীন্দ্রনাথেরও

প্রতিটি ভারতীয়ের মধ্যেই ক্রিকেটের প্রতি একটা ভালবাসা যেন জন্মগত। আজকের দিনে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সময় গ্যালারি দেখলেই তা বোঝা যায়। এহেন ক্রিকেটের প্রতি একটা সুপ্ত ভালবাসা যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও ছিল, তা বোধহয় অনেকেই জানেন না। এমনকি এর জন্য তিনি কিছু সময় মাঠেও নেমেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন তালিম নেওয়ার পর তিনি বুঝেছিলেন এই ব্যাট-বল খেলাটা তিনি ঠিক রপ্ত করতে পারবেন না। তাই তিনি ওই খেলা থেকে সরে আসেন অল্পদিনের মধ্যেই।ষাটের দশকের এক গবেষক, নাম শান্তারাম রাও এই তথ্যটি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬১ সালের ৮ জুন আমেরিকার ”লাইফ” পত্রিকায় ”ইন্ডিয়াস জেন্টল জিনিয়াস” শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই মজাদার তথ্যটি প্রকাশ করা হয়েছিল। রবি ঠাকুরের প্রতিভার নানা দিক তুলে ধরতে গিয়ে এই ক্রিকেটের সিক্রেট তথ্যটি তিনি শান্তারাম রাও প্রকাশ করেছিলেন।এবারে রবীন্দ্রনাথের খেলাধুলা চর্চা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। তিনি ছোটবেলায় কুস্তির তালিম নিতেন তা সকলেই জানেন। ওটা তাঁদের পারিবারিক রেওয়াজই ছিল। এছাড়া সাঁতার ও জুজুতসুর (জাপানী মার্শাল আর্ট) প্রতিও তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। যেহেতু জমিদারীর কাজে তাঁকে গ্রামবাংলার নানা জায়গায় জলপথে যেতে হত, সেই জন্যেই সাঁতারের প্রতি তাঁর একটা আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। আর জাপান ভ্রমণের সময় সেখানকার জুজুতসু চর্চা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন তিনি। প্রধানত, দুটি কারণে জুজুতসু ভারতেও প্রসারে আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি। প্রথমত, আত্মরক্ষার উপায় শেখা ও দ্বিতীয়ত, মানসিক দৃঢ়টা বৃদ্ধি করা।

কোরিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ডেই বিদায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিন্ধুর

ইঞ্চিয়ন: পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধুর হলটা কী? গত মাসে সুইজারল্যান্ডে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর খেলে ফেললেন দু”টো টুর্নামেন্ট। কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স দিতে ব্যর্থ হায়দরাবাদি শাটলার। চিন ওপেনে বিদায় নিয়েছিলেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। বুধবার কোরিয়া ওপেনের প্রথম ম্যাচেই থেমে গেল সিন্ধুর দৌড়।সম্প্রতি কোরিয়ান কোচ কিম জি হিউন ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা দিয়েছেন সিন্ধুর ব্যক্তিগত কোচের পদ থেকে। পরদিনই ইঞ্চিয়নে অনুষ্ঠিত সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে সিন্ধু হারলেন মার্কিনি শাটলার বেইওয়েন ঝ্যাং”য়ের কাছে। বাসেলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে তৃতীয় রাউন্ডে সিন্ধুর কাছে ধরাশায়ী হয়েছিলেন ঝ্যাং। কিন্তু বুধবার তিন গেমের লড়াইয়ে পঞ্চম বাছাই সিন্ধুর চেয়ে নিজেকে সুপিরিয়র প্রমাণ করলেন টুর্নামেন্টের একাদশ বাছাই। বছর চব্বিশের ভারতীয় শাটলারের বিপক্ষে ম্যাচের ফল ২১-৭, ২২-২৪, ১৫-২১।প্রথম গেমে এদিন সিন্ধুর কাছে জমি খুঁজে পাননি মার্কিনি শাটলার। ঝ্যাংকে কার্যত দাঁড় করিয়ে ২১-৭ গেমে প্রথম গেমে বাজিমাত করে যান পুসারলা। তবে দ্বিতীয় গেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে জ্বলে ওঠেন ঝ্যাং। উত্তেজক দ্বিতীয় গেম গড়ায় টাইব্রেকারে। নার্ভ ধরে রেখে ম্যাচে সমতা ফেরান র‌্যাংকিংয়ে কয়েক ধাপ পিছিয়ে থাকা মার্কিনি শাটলার।

ম্যাচ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা সিন্ধুকে ব্যাকফুটে ঠেলে দ্বিতীয় গেমে কার্যসিদ্ধি করেন বিশ্বের ১০ নম্বর। ২২-২৪ গেমে উত্তেজক দ্বিতীয় গেম হারের পর নির্ণায়ক গেমেও ফের পিছিয়ে পড়েন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিন্ধু। ১৫-২১ ব্যবধানে নির্ণায়ক গেম নিজের দখলে নিয়ে সিন্ধুর বিরুদ্ধে গত তিন সাক্ষাতে জয়ের খরা কাটান ঝ্যাং।সিন্ধুর মতই প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন বি সাই প্রণীত। চোটের কারণে ডেনমার্কের আন্দ্রেস অ্যান্তোনসেনের বিপক্ষে খেলার মাঝপথেই কোর্ট ছাড়েন তিনি। যদিও সেই সময় ৯-২১ ব্যবধানে প্রথম গেম হেরে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন প্রণীত। গত সপ্তাহে চিন ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্থনি সিনিসুকা গিনিটিং”য়ের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী।উল্লেখ্য, গত মাসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে ৩৬ বছরের পদক খরা কাটান প্রনীত। প্রকাশ পাড়ুকোনের পর পুরুষ সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ পদক আসে হায়দরাবাদের এই শাটলারের হাত ধরে।

সিন্ধুর পর কোরিয়া ওপেন থেকে বিদায় সাইনার কোরিয়া ওপেন সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টে ভারতীয় শাটলারদের ব্যর্থতা অব্যাহত। পিভি সিন্ধুর বিদায়ের পর প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন আরেক ভারতীয় মহিলা শাটলার সাইনা নেহওয়ালও। পুরুষ সিঙ্গলসে বি সাই প্রনীত চোটের কারণে ম্যাচ চলাকালীন সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। এবার মহিলা সিঙ্গলসেও প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ চলাকালীন চোটের কারণে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন সাইনা। অর্থাত, সাইনার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়া ওপেনে মহিলা সিঙ্গলসে অভিযান শেষ হল ভারতের। তবে পুরুষ সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকালেন পারুপল্লী কাশ্যপ।মার্কিন শাটলার বেইওয়ান ঝিং”য়ের কাছে হেরে বুধবার দিনের শুরুতেই বিদায় নিয়েছিলেন সিন্ধু। এরপর স্থানীয় শাটলার কিম গা ইউনের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন লন্ডন অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী। প্রথম রাউন্ডের লড়াইয়ে এদিন প্রথম গেম ২১-১৯ ব্যবধানে নিজের দখলে নেন সাইনা। এরপর দ্বিতীয় গেমে সাইনাকে ১৮-২১ ব্যবধানে হারিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান কিম। তৃতীয় গেমে চোটের কারণে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর হায়দরাবাদি শাটলার।

তৃতীয় গেমে ১-৮ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন তিনি।মরশুমের শুরুতে ইন্দোনেশিয়ান ওপেন জিতে নিলেও তারপর থেকেই চোট সমস্যা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সাইনার ক্ষেত্রে। গত সপ্তাহে চাংঝৌতেও প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। সাইনার পাশাপাশি পুরুষ সিঙ্গলসে এদিন ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য হন বি সাই প্রনীত। চোটের কারণে ডেনমার্কের আন্দ্রেস অ্যান্তোনসেনের বিপক্ষে খেলার মাঝপথেই কোর্ট ছাড়েন তিনি। ৯-২১ ব্যবধানে প্রথম গেম হারের পর কোর্ট ছাড়ার মুহূর্তে দ্বিতীয় গেমেও ৭-১১ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সদ্য ব্রোঞ্জজয়ী প্রণীত।অন্যদিকে, বেইওয়ান ঝ্যাং”য়ের বিরুদ্ধে সিন্ধুর বিপক্ষে ম্যাচের ফল ২১-৭, ২২-২৪, ১৫-২১। বাসেলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে তৃতীয় রাউন্ডে সিন্ধুর কাছে ধরাশায়ী হয়েছিলেন ঝ্যাং।

কিন্তু বুধবার তিন গেমের লড়াইয়ে পঞ্চম বাছাই সিন্ধুর চেয়ে নিজেকে সুপিরিয়র প্রমাণ করলেন টুর্নামেন্টের একাদশ বাছাই। ইঞ্চিয়নে এদিন প্রথম রাউন্ডে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মত শুরু করেও শেষরক্ষা হয়নি পুসারলার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেম জিতে বাজিমাত করে যান বিশ্বের ১০ নম্বর ঝ্যাং।একমাত্র ভারতীয় শাটলার হিসেবে বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করলেন পারুপল্লী কাশ্যপ। চাইনিজ তাইপে”র লু চিয়া হুং”কে ৪২ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৬, ২১-১৬ ব্যবধানে পরাজিত করেন তিনি।

PNIeT No. e-PT-X/EE/RD/STB/2019.20, Dated-19/09/2019
On behalf of the 'Governor of Tripura **the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate e-tender** in **up to 3.00 P.M,** on **03/10/2019** for 2(Two) nos construction works. For details visit website **https://tripuratenders.gov.in** and contact at M-9612690107. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1160/19

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

রোনাল্ডোকে ছাড়াই লিগ শীর্ষে জুভেন্তাস

তুরিন: চোটের কারণে একাদশে ছিলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। যদিও পর্তুগিজ সুপারস্টারের অনুপস্থিতি জুভেন্তাসের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল না। মঙ্গলবার রোনাল্ডোকে ছাড়াই ব্রেসিয়াকে হারিয়ে সিরি-”এ” লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল মৌরিজিও সারির দল। পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে এদিন জয় তুলে নিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।নির্বাসন কাটিয়ে ঘরের মাঠে নিজের হোমটাউন ক্লাব ব্রেসিয়া”র হয়ে এদিন অভিষেক ঘটে মারিও বালোতেলির। তাই বিতর্কিত ইতালিয়ান স্ট্রাইকারের দিকে স্বাভাবিকভাবেই ছিল বাড়তি নজর। ঘরের মাঠে এদিন ম্যাচের শুরুতেই গোল তুলে নেয় ব্রেসিয়া। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে বক্সের কোনাকুনি জোরালো শটে জুভেন্তাস গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন আলফ্রেডো দোন্নারুমা। পিছিয়ে পড়ে বিপক্ষ রক্ষণে জুভেন্তাস আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ালেও ডেডলক খুলছিল না কিছুতেই।এরইমধ্যে বালোতেলির গোলার মত ফ্রি-কিক দুরন্ত দক্ষতায় ক্রসবারের উপর দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে সমর্থ হন জুভেন্তাস গোলরক্ষক সেজনি। বিরতির ঠিক আগেই সমতায় ফেরে তুরিনের ক্লাবটি। তবে এক্ষেত্রে ত্রাতা হয়ে ওঠেন ব্রেসিয়া ডিফেন্ডার জন চ্যান্সেলর। পাওলো দিবালার কর্নার থেকে ভেসে আসা বল তাঁর মাথায় লেগেই প্রবেশ করে জালে। ম্যাচে সমতায় ফেরে জুভেন্তাস।বিরতির পর প্রতিপক্ষকে আরও চেপে ধরে জুভেন্তাস। ৫৩ মিনিটে আর্জেন্তাইন স্ট্রাইকার গঞ্জালো হিগুয়েনের একটি ক্লোজ রেঞ্জ শট থেকে জুভেন্তাসের অবধারিত গোল প্রতিহত হয় ব্রেসিয়া গোলরক্ষক জেসে জোরোনেনের দস্তানায়। এরপরই বক্সের মধ্যে র‌্যাবিয়টের একটি দুরন্ত সাইডভলি গোললাইন সেভ করে আত্মঘাতী গোলের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দেন চ্যান্সেলর। তবে দ্বিতীয় গোল থেকে মৌরিজিও সারির দলকে বঞ্চিত করতে পারেনি ব্রেসিয়া রক্ষণ। ৬৩ মিনিটে ডিবালার ফ্রি-কিক মানবপ্রাচীরে লেগে প্রতিহত হলে ফিরতি বলে দূরপাল্লার শট নেন মি ব . া ে ল ম পিয়ানিচ।বসনিয়া-হার্জেগোভিনা মিডফিল্ডারের দুরন্ত শট এক্ষেত্রে খুঁজে নেয় গোলের ঠিকানা। দলকে দ্বিতীয় গোল এনে দেওয়ার পাশাপাশি ৩ পয়েন্টও নিশ্চিত করেন পিয়ানিচ। এই জয়ের ফলে ইন্টার মিলানকে টপকে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল জুভেন্তাস। ৫ ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট সংখ্যা ১৩। দ্বিতীয়স্থানে থাকা ইন্টার মিলানের পয়েন্ট ৪ ম্যাচ খেলে ১২। আপাতত সবক”টিতেই জয় পেয়েছে তারা।

No. 16529-31 /F.16 (37)/Trg. /QM/KTDS PTA/2019
Dated 20/9/2019

NOTICE INVITING TENDER NO. 11 /2019-20.

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from resourceful suppliers for supplying the Kits items in (7W of Pre-Recruitment training of youth recruitment in CAPF, Army and other organization in the financial year 20192020. The last date of dropping the tender is on 11/ 10 / 2019 up to 4.00 PM.
The detailed tender notice along with list of articles as well as terms and conditions may be obtained at free of cost from the office of the undersigned and also can be seen on the office notice board of the undersigned on any working day during office hours.

(Tapan Kr. Debnath)
Principal
KTDS Police Training Academy
Tripura: Narsingarh.

ICA/C-1173/19

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিতে অনন্য রেকর্ড ভারতীয় মহিলা অলরাউন্ডারের

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজে বেশ কিছু রেকর্ড গড়েছেন বিরাট কোহলি, শিখর ধাওয়ানরা। তবে রেকর্ড গড়ার নিরিখে পিছিয়ে নেই ভারতীয় প্রমিলাবাহিনীও। মঙ্গলবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে অনন্য নজির গড়লেন অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা।মঙ্গলবার সুরাটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। যে ম্যাচ জয়ের অন্যতম কান্ডারি দীপ্তি। দলকে জেতানোর পাশাপাশি ব্যক্তিগত রেকর্ডও গড়লেন তিনি। মোট চার ওভার বল করে ৮ রান দিয়ে তিন-তিনটে উইকেট ঝুলিতে ভরেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। হাত ঘুরিয়ে তিনটি ওভারে একটিও রান দেননি। ছোট ফরম্যাটের ক্রিকেটে যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আর তাতেই রেকর্ড বুকে নাম লেখালেন দীপ্তি। প্রথম ভারতীয় হিসেবে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে সর্বোচ্চ মেডেন ওভারের মালকিন হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যেই লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৩১ রানের টার্গেট নিয়ে খেলতে নেমে ১১৯ রানেই গুটিয়ে যায় সফরকারীরা। ভারত জেতে ১১ রানে। দীপ্তির পাশাপাশি হাত ঘুরিয়ে সফল শিখা পাণ্ডে, পুনম যাদব এবং রাধা যাদবও। তিন বোলারই দুটি করে উইকেট তুলে নেন।তবে শুধুই যে বোলিং বিভাগ ভাল পারফর্ম করেছে, তেমনটা নয়। ব্যাট হাতে নজরকাড়া পারফরম্যান্স অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের। শুরুতেই টপ অর্ডারে ধস নামলে ৪৩ রান করে দলকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেন হরমন। ম্যাচ শেষে জয়ের জন্য বোলারদেরই কৃতিত্ব দিলেন তিনি। অধিনায়ক বলেন, ”শুরুতে একটু নার্ভাস লাগছিল। তবে দলের বোলিংয়ের উপর ভরসা ছিল। পরিকল্পনামাফিকই বোলাররা বল করেছে। উইকেটের পতনগুলোই লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করল।” বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়কেই পাখির চোখ করেছে ভারতীয় দল।

রাজ্যভিত্তিক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন, ২০১৯

আয়োজক ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ * বেলা ১২টা
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন,
(১নং প্রেক্ষাগৃহ)

উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি : **শ্রী রতন লাল নাথ,** মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা।
সম্মানিত অতিথি : **ড. অরুণোদয় সাহা,** ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদ এবং প্রাক্তন উপাচার্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
সম্মানিত অতিথি : **শ্রী এম. এল. দে.** সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।
সম্মানিত অতিথি : **শ্রীমতী সৌম্যা গুপ্তা,** আই.এ.এস., সচিব, শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা।
বিশেষ অতিথি : **শ্রী কিরিটি চাকমা,** সহ হাই কমিশনার, বাংলাদেশ সহ হাই কমিশন, আগরতলা।
বিশেষ অতিথি ও মুখ্য আলোচক : **ড. শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি,** অধ্যাপিকা, রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়।
সভাপতি : **শ্রী রঞ্জিত কুমার দেবনাথ,** প্রাক্তন অধিকর্তা, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা।

এছাড়া, আগরতলা পুর-নিগম এলাকার নির্বাচিত ৪টি বিদ্যালয়, ২টি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত হবে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠানে আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতি কামনা করছি।

তারিখ : ২৩/০৯/২০১৯

বিনীত
অধিকর্তা
মধ্যশিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা

ICA/D-1008/2019-20

আজ পাথারকান্দিতে ঈশ্বরচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সংস্কৃত পণ্ডিত, লেখক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, জনহিতৈষী, করুণাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মর্মরমূর্তি বসবে পাথারকান্দিতে। করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি মহকুমা সদর শহরে অবস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলে আগামীকাল এই আবক্ষ মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন হবে।

স্কুলের নরেন্দ্রচন্দ্র দাস এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, ২৬ সেপ্টেম্বর সমাজ সংস্কারক, জনহিতৈষী বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁর মূর্তির শুভ উন্মোচন পর্ব সম্পন্ন হবে। বহু আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যালেয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক (বিইও) অজয়ভূষণ দাস সকাল এগারোটায় প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলপ্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তির শুভ আবরণ উন্মোচন করবেন। মহতী এই অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি কামনা করছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রচন্দ্র দাস।

ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড পাকিস্তান

মৃত্যু বেড়ে ৩০, আহত কমপক্ষে ৪৫০ জন

ইসলামাবাদ ও মিরপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রবল ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড পাকিস্তানউ তীব্রতর ভূমিকম্পে ফাটল ধরেছে রাস্তায়উ ভেঙে পড়েছে বহু ঘর-বাড়িউ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুরউ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর, সংলগ্ন এলাকা এবং উত্তর পাকিস্তানের একাংশে শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ জখম ও আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৪৫০ জনউ তাঁদের মধ্যে শতাধিক মানুষের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৪.৩৫ মিনিট নাগাদ ৫.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পাকিস্তানেউ ৮-১০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল ভূকম্পনউ তাতেই ফাটল ধরে যায় রাস্তায়। ভেঙে পড়ে ঘর-বাড়িউ ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল পঞ্জাব প্রদেশে, ঝেলুম থেকে ২০ কিলোমিটার (১২ মাইল) উত্তরে মীরপুরের কাছেউ সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মীরপুরেইউ ভূমিকম্পের তীব্রতায় ফাটল ধরে যায় রাস্তায়উ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বাস, গাড়ি উল্টে যায়উ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোবাইল টাওয়ার ও বিদ্যুতের খুঁটিউ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যুদ্ধকালীন ততরতায় চলছে উদ্ধারকাজ।

মহিলাদের বছরে ৬ হাজার টাকা করে দেবে উত্তর প্রদেশ সরকার : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের চমক দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথউ এবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানালেন, সমস্ত ধর্মের মহিলাদের বছরে ৬ হাজার টাকা করে দিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করবে উত্তর প্রদেশ সরকারউ এ জন্য একটি নতুন প্রকল্প নিয়ে আসা হবেউ যতক্ষণ না পর্যন্ত বিচার পাবেন ওই সমস্ত মহিলারা, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের আর্থিকভাবে সাহায্য করবে উত্তর প্রদেশ সরকারউ এখানেই শেষ নয়, তিন তালাক প্রথার শিকার মহিলাদের (মুসলিম মহিলা) বিনামূল্যে আইনি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করবে উত্তর প্রদেশ সরকার।

বুধবার লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, বিবাহ বিচ্ছিন্ন সমস্ত ধর্মের মহিলারা সাবলম্বী হয়ে উঠুক, এটাই চাইছে উত্তর প্রদেশ সরকারউ এ জন্য সমস্ত ধর্মের মহিলাদের বছরে ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবেউ মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, তিন তালাক প্রথার শিকার মহিলাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য তাঁদের চাকরি দেওয়া হবেউ উত্তর প্রদেশ সরকার তাঁদের বিনামূল্যে আইনি লড়াইয়েরও ব্যবস্থা করবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে প্রত্যেকেরউ দেশ ও রাজ্যের উন্নতির জন্য পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও প্রগতি হওয়া উচিতউ সমাজের কেউই যেন নিজেকে অবহেলিত অথবা অপমানিত বোধ না করেউ এ জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে ইমরানকে কটাক্ষ বাঘেলের

রায়পুর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর নিয়ে কংগ্রেসের বয়ানকে হাতিয়ার করে ভারতের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাল্টা বুধবার এই বিষয়ে ইমরান খানকে কটাক্ষ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল।

বুধবার দিল্লিতে রওনা হওয়ার আগে আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের অন্দরে আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা চালিয়ে যাব তবে দেশের বাইরে যে কোনও বিষয়ে সরকারের সঙ্গে থাকবে।

রায়পুর থেকে দিল্লি রওনা হওয়ার আগে ভূপেশ বাঘেল একটি টুইটও করেছেন। সেখানে তিনি পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি লিখেছিলেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন যোগ্যতা ইমরান খানের নেই। তিনি নিজের দেশ পরিচালনা করুক। আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নীতিগুলির সাথে একমত এবং একমত নাও হতে পারি, আলোচনা করব, প্রশ্ন উত্থাপন করব, তাদের কাছ থেকে উত্তর চাইব। দেশের বাইরের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপই দেশের পদক্ষেপ এবং কংগ্রেস দল তার সাথে রয়েছে।

উল্লেখ্য, বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল রায়পুর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন। ছত্তিশগড় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোহন মারকামও তাঁর সঙ্গে চলে গেছেন। দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ কেন্দ্রীয় খাদ্য ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী রাম বিলাস পাসওয়ানের সাথেও দেখা করবেন।

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর উপত্যকায় সাধারণ জনজীবন। কিছু সংবেদনশীল অঞ্চল বাদে দিনের বেলা কাশ্মীর উপত্যকার বাকি অংশে কোনও বিধিনিষেধ নেই। সরকারি পরিবহণ বাদে সকল প্রকারের নিজস্ব যানবাহন রাস্তায় চলছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসীদের হুমকি থাকা সত্ত্বেও সকালে দোকানিরা তাদের দোকান খুলছেন এবং লোকজনও বিনা ভয়ে রাস্তায় বেরিয়ে কেনাকাটা করছেন। উপত্যকার সমস্ত সংবেদনশীল জায়গায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে যাতে জঙ্গিদের নাশকতার ছক বানচাল করা যায়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার আয়ুষ্মান ভারত এর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি, 'গ্লোবাল গোলকিপার পুরস্কার'-এ সম্মানিত হলেন প্রধানমন্ত্রী

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক মহলেও স্বীকৃতি পেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের স্বচ্ছভারত অভিযান।

'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর জন্য 'গ্লোবাল গোলকিপার অ্যাওয়ার্ড'-এ সম্মানিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে 'গ্লোবাল গোলকিপার অ্যাওয়ার্ড' তুলে দিয়েছেন বিল গেটস।

স্বচ্ছতার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে সম্মানিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এই পুরস্কার ও সম্মান আমার নয়, এই পুরস্কার সেই সব কোটি কোটি ভারতীয়দের যাঁরা স্বচ্ছ ভারতের সংকল্পই শুধু নেননি, বরং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করে তুলেছেন স্বচ্ছতাকে।

নিউইয়র্কে আয়োজিত 'গ্লোবাল গোলকিপার অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'মহাত্মা গান্ধীর দেড়শতম জন্মবার্ষিকীতে এই পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্যই হল মানুষ সমস্ত সিস্টেম ও প্রকল্পের কেন্দ্রে থাকবেন।

গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন মানুষের সুবিধে-অসুবিধের কথা মাথায় রেখে সরকার নীতি তৈরি করে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'গত পাঁচ বছরে সারা দেশে ১১ কোটি টয়লেট তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্প দেশের গরিব এবং মহিলাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। আমি ভীষণ খুশি এটা দেশে যে মাহাত্মা গান্ধীর স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন সফল হয়েছে।

চটে লাল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ, বলেছেন ক্যাব বলবৎ করে অসমচুক্তি ও এনআরসিকে খতম করবে বিজেপি সরকার

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিজেপি সরকারের ওপর চটে লাল অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ। বলেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) আইনে পরিণত করে ঐতিহাসিক অসম চুক্তি এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-কে বর্জ্য কাগজের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে বিজেপি সরকার। বুধবার দিশপুরে নিউ মিনিস্টার্স কলোনির সরকারি আবাসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ। সাংবাদিক সম্মেলনে গগৈ বলেন, বিজেপি এবং আরএসএস নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। এই বিল পাশ করে তারা অসম চুক্তি এবং এনআরসিকে ছুঁড়ে ফেলতে ব্লুপ্রিন্ট রচনা করেছে।

শঙ্কা প্রকাশ করে তরুণ গগৈ বলেন, ক্যাব চালু অসমের ভাষা, কলা-সংস্কৃতি শেষ হয়ে যাবে। তাঁর অভিযোগ, জাতি-মাটি-ভিটে বিক্রি করতে মাথা মারছে বিজেপি। মোদী ও অমিত শাহকে 'হয় হুজুর' করে অসমিয়া জাতির ধ্বংসযজ্ঞ পেতেছে প্রদেশ বিজেপি। অগপ সভাপতি অতুল বরা, দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফুল্ল মহন্তও এতে ঘি ঢালছেন। মুখেই কেবল তাঁরা ক্যাব-এর বিরোধিতা করছেন। ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার কথা অহর্নিশি মুখে বলে থাকেন, কিন্তু এখন অগপ-র স্থিতি নরম বলে দেখা যাচ্ছে। এর রহস্য কী জানেন না তিনি, বলেন গগৈ।

তবে সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু), অসম সাহিত্য সভা এবং কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির মতো সংগঠনগুলোর পদক্ষেপও বাঞ্ছনীয় নয় বলে অভিযোগ করেছেন তরুণ গগৈ। বলেন, 'এই সব সংগঠন আগে বিরোধিতা করলেও এখন মুখে কলুপ এঁটে বসে রয়েছে। ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আগে যে-কোনও ব্যাপারে আমাদের গালাগাল দিত। এখন চুপ কেন? মনে হচ্ছে বিজেপি-র সঙ্গে সমঝোতা হয়ে গেছে। তাদের আচরণ সন্দেহজনক।' তবে এর পিছনে 'কোনও লেনদেন হয়েছে' কি না তা বলছেন না, কারণ 'হাতে প্রমাণ নেই'।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, বিজেপি ও আরএসএস দেশে এক সংস্কৃতি, এক জাতি, এক ধর্ম এবং এক দলীয়রাজ কায়েম করতে চাইছে, এই প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক, বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দু বাংলাদেশিরা নির্যাতনের বলি হয়ে ভারতে এসেছেন বলে বিজেপি-র প্রচার সম্পর্কে গগৈয়ের মন্তব্য, 'আমার আমলে নির্যাতনের বলি হয়ে ভারতে এসেছেন বলে একজনও আবেদন জানাননি, মহন্তের আমলেও (প্রফুল্ল মহন্ত নেতৃত্বাধীন অগপ-র দশ বছরের কার্যকাল) কেউ নির্যাতনের শিকার হয়ে আসেননি। ১৯৮৬ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত একজন শরণার্থীও নির্যাতনের বলি হয়ে আসেননি। বিজেপি-আরএসএসরা এখন শরণার্থীদের আমন্ত্রণ করছে।'

প্রাক্তন সতীর্থ এবং বর্তমান বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ওপর অন্যদিনের মতো আজও হামলা করেছেন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী গগৈ। বলেন, 'হিমন্তবিশ্ব শর্মা এনআরসি রিজেক্ট করার কে? কেন্দ্রীয় সরকার তা রিজেক্ট করতে পারে। তবে তাদেরও রিজেক্ট করা এত সহজ নয়। যদি ক্যাব আনার এতই ইচ্ছে ছিল তা-হলে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে কেন এনআরসি তৈরি

ছয়ের পাতায় দেখুন

পিএসইউ বন্ধ হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই, গুজব উড়িয়ে বার্তা আরবিআই-এর

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত ৩০ আগস্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তির ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণউ ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের ঘোষণায় শঙ্কার মেঘ দানা বেঁধেছিল ব্যাঙ্কিং সেক্টরেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, বেশ কিছু ব্যাঙ্ককে বন্ধ করে দিতে চলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)উ কিন্তু, সেই গুজব উড়িয়ে দিয়ে রুধবার আরবিআই-এর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, আরবিআই বেশ কিছু ব্যাঙ্ককে বন্ধ করে দিতে চলেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এই ধরনের তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও গুজব।

বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থসচিব রাজীব কুমার

ছয়ের পাতায় দেখুন

আইআরএস অফিসার হয়ে উনি জানেন না এনআরসি কি : মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পাল্টা মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, উনি কি মনে করেন পূর্বাচলের কোনও বাসিন্দা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং তিনি তাঁকে দিল্লির বাইরে পাঠাতে চান? দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পর পাল্টা এমনটাই জানালেন উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। দিল্লিতে শীঘ্রই এনআরসি প্রয়োজন, মনোজ তিওয়ারির এহেন মন্তব্যের পরই বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলছেন, 'দিল্লিতে যদি এনআরসি চালু হয়, সবার প্রথম মনোজ তিওয়ারিকেই দিল্লি ছাড়তে হবে।'

পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে দিল্লিতে রাজ্য বিজেপির প্রধান মনোজ তিওয়ারি বলেন, 'যাঁরা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আসেন তাঁদের আপনি বিদেশী বলবেন? আপনি তাঁদের দিল্লি থেকে তাড়াতে চান, আপনি নিজেও তাঁদের মধ্যে একজন।' তিনি আরও বলেন, 'যদি এমনটাই উদ্দেশ্য হয় মুখ্যমন্ত্রীর তবে আমি মনে করি তিনি মানসিক স্থিরতা হারিয়ে ফেলেছেন। একজন আইআরএস অফিসার হয়ে উনি কীভাবে জানবেন এনআরসি কী?'

পাকিস্তানের রাজনৈতিক যন্ত্র কংগ্রেস, দাবি গিরিরাজের

পাটনা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিউ ইউর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সম্মেলনের ফাঁকে কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতের নিন্দা করার সময় কংগ্রেসের বয়ানকে হাতিয়ার মঙ্গলবার করেছেন পকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বুধবার এই প্রসঙ্গে পাল্টা কংগ্রেসের নিন্দায় সরব হলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।

বুধবার গিরিরাজ সিং জানিয়েছেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস। ইমরান খান কি কংগ্রেসের ভাষায় কথা বলছে না কংগ্রেস ইমরানের ভাষায় সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ আনন্দে রয়েছে। যারা কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের থেকে সুবিধা পেতেন তারাই এখন চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছে।

উল্লেখ্য মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে সাংবাদিক সম্মেলনে ইমরান খান কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলেছিলেন ভারতের কংগ্রেস দলও জানিয়েছে যে ৫০ দিন ধরে গরিব মানুষদের কাশ্মীরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। বুধবার তার প্রক্ষিতেই এই কথা বলেন গিরিরাজ সিং।

দিল্লি কি বিজলি : প্রি-পেড মিটারের মাধ্যমে দিল্লি জুড়ে ভাড়াটেদের বিদ্যুতের সুবিধা বাড়াল কেজরিওয়াল সরকার

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভাড়াটেদের জন্য একটি নতুন প্রকল্প নিয়ে এল দিল্লির সরকার। যার অধীনে ভাড়া থাকার জায়গায় প্রি-পেড মিটার লাগানো হবে এবং কেবলমাত্র গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। নয়াদিল্লিতে একটি সাংবাদিক বৈঠকে বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ""মুখ্যমন্ত্রী কিরায়দার বিজলি মিটার যোজনা""-র কথা ঘোষণা করে বলেন, 'যে সমস্ত ভাড়াটেরা দিল্লি সরকারের বিদ্যুৎ ভর্তুকি স্কিম নিতে সক্ষম হননি যার অধীনে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুত ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনও চার্জ লাগবে না।'

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেজরিওয়াল বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে ভাড়াটেদের জন্য বিদ্যুতের এই সুবিধা মুলতুবি ছিল। ভাড়াটেদের ৩০০০ টাকা ডিপোসিট মানি জমা দেওয়ার পরে এই প্রি-পেড মিটার বসাতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পদক্ষেপ দিল্লির জনগনের উদ্দেশ্যে মূল স্রোতে যোগদান করার এবং জলের মিটার স্থাপনের জন্য উন্মুক্ত আমন্ত্রণ। কেবল ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রাহকরা এই মিটার ইনস্টল করবেন তাঁরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। নতুন স্কিমের আওতায় ভাড়াটিয়াকে চুক্তি বা ভাড়া রসিদ এবং তাঁরা যে বাসভবনে থাকেন তার ঠিকানা প্রমাণ জমা দিতে হবে। এর আগে গত ১ অগাস্ট, কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছিলেন, জাতীয় রাজধানীবাসীকে প্রতি মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য কোনও মূল্য দিতে হবে না। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের বিল মকুব করা হবে।

আসন্ন উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা এআইএডিএমকে-র

চেন্নাই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগামী ২১ অক্টোবর তামিলনাড়ুর বিক্রভান্দি আসনে উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে এম আর মুথামিলজসেলভম-এর নাম ঘোষণা করল এআইএডিএমকে।

এআইএডিএমকে সভাপতি বুধবার একটি দলীয় বিবৃতিতে মুথামিলজসেলভমের নাম ঘোষণা করেন।

দলের হাই কমান্ডের পক্ষ থেকে এদিন ঘোষণা করা হয়েছে, কানাই পঞ্চায়েত ইউনিয়নের সচিব এম আর মুথামিলজসেলভম আগামী ২১ অক্টোবর বিক্রভান্দিতে উপনির্বাচনের জন্য এআইএডিএমকে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।' বিক্রভান্দি ছাড়াও তিরুনেলভেলি জেলার নাঙ্গুনেরিতেও ২১ অক্টোবর ভোটগ্রহণ হবে। নাঙ্গুনেরি আসনে এআইএডিএমকে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রেড্ডিয়ারপাত্তি ভি নারায়ণন। আর ভি নারায়ণন তিরুনেলভেলি জেলার এমজিআর মন্দ্রম যুগ্ম সচিব। অন্যদিকে, বিক্রভান্দি আসনে ডিএমকে-ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং নাঙ্গুনেরিতে জোটের শরিক হিসাবে কংগ্রেস ভোটে লড়বে।

ইডির দফতরে হাজিরা দেবেন শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার ইডি দফতরে হাজিরা দেবেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। ইডিকে তদন্তের স্বার্থে সমস্ত রকমের সহায়তা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন শরদ পাওয়ার।

বুধবার শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।